পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ঘটনার সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ খবর জানার জন্য ক্লিক করুন:
www.chtnews.blogspot.com
www.chtnewsbangla.blogspot.com

নিপীড়িত জনতার মুখপত্র

জাতীয় ডাক

২য় বর্ষ ॥ ৪র্থ সংখ্যা ॥ ১ আগস্ট ২০১১ ॥ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ ॥ শুভেচ্ছা মূল্য: ১০ টাকা
মোট ইস্যু: ০৫ email: jatiodak@gmail.com

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিলের দাবিতে ইউপিডিএফ-এর ডাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে সড়ক ও নৌপথ অবরোধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত

॥ খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান প্রতিনিধি ॥

পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দেয়ার প্রতিবাদে এবং পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিলের দাবিতে ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) -এর ডাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে সড়ক ও নৌপথ অবরোধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয়েছে। গত ২০ ও ২১ জুলাই খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে ৩৬ ঘন্টা এবং ২০ জুলাই বান্দরবানে সকাল-সন্ধ্যা এ সড়ক অবরোধ পালিত হয়। অবরোধ চলাকালীন খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলা শহর সহ সকল উপজেলায় অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লার যান চলাচল বন্ধ ছিল। তবে অবরোধের প্রথম দিন সেনাবাহিনীর সদস্যরা খাগড়াছড়ির গুইমারায় ৪ জন ও বান্দরবানে ২ জনকে আটক করেছে।

অবরোধের প্রথম দিন পিকেটিং করার সময় সেনা সদস্যরা বান্দরবানের মেঘলা থেকে দুই স্কুল ছাত্রকে আটক করে। আটককৃতরা দু'জনই টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের (টিএসসি) ছাত্র। তারা হলেন ম্রাচিং মারমা (১৫) ও অংক্রাথুই মারমা(১৫)। আটকের পর তাদেরকে বান্দরবান সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়। পরে তাদেরকে বান্দরবান কারাগারে পাঠানো হয়।

এদিকে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটিতে সেনাবাহিনী ও পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় পিকেটারদের বাধা দেয় এবং কয়েকজনকে আটক করে। রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালী উপজেলার বেতবুনিয়ায় সেনাবাহিনী হামলা চালিয়ে ইউপিডিএফ-এর কর্মী সমর্থকদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। খাগড়াছড়ি সদরের মহাজন পাড়ায় হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সদস্য রিনা চাকমার নেতৃত্বে পিকেটিং করার সময় পুলিশ বাধা দেয় এবং রিনা চাকমার কাছ থেকে ইউপিডিএফ-এর লিফলেট কেড়ে নেয়ার চেষ্টা চালায়।

অপর এক ঘটনায় সকাল পৌনে ৯টার দিকে খাগড়াছড়ির গুইমারার যৌথ খামার এলাকা থেকে আর্মিরা ৩ নারীসহ চার জনকে আটক করে। আটককৃতরা হলেন আপুচু মারমা (২২) পিতা- অংশে মারমা, আক্রইমা মারমা (১৬) পিতা- রিনাচাই মারমা, ম্রাচাং মারমা (৪৫),স্বামী- চাক্কাইঅং মারমা, নাহংচি মারমা (১৮) পিতা- চাক্কাইঅং মারমা। এরা সবাই যৌথ খামার পাড়ার বাসিন্দা। আর্মিরা তাদেরকে নিজ বাড়ি থেকে আটক করে গুইমারা থানায় নিয়ে যায়। পরে বিকাল সাড়ে ৫টার সময় থানা থেকে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়।

অবরোধ চলাকালীন অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লার কোন যান চলাচল করেনি। ছবিটি খাগড়াছড়ি বাস স্টেশন থেকে তোলা।

অবরোধের দ্বিতীয় দিনেও খাগড়াছড়ি শহরে শান্তিপূর্ণভাবে দ্বিতীয় দিনের অবরোধ পালিত হয়েছে।ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় নেতা উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা এক বিবৃতিতে অবরোধ কর্মসূচি পালনে সহযোগিতা করায় খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলার সকল সড়ক ও নৌ পরিবহন (ট্রাক, বাস, মিনিবাস, জিপ, সিএনজি, অটো রিক্সা, লঞ্চ, নৌ-যান ইত্যাদি) মালিক সমিতি ও পরিবহন শ্রমিক সংগঠনসহ পাহাড়ি-বাঙালি সাধারণ জনগণের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

তিনি সরকারের প্রতি পাহাড়ি জনগণকে জোর করে বাঙালি বানানোর প্রচেষ্টা পরিহার করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশে বহু জাতি ও ভাষাভাষীর লোকের বসবাস। তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ জাতীয় পরিচয়, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে বাস করার অধিকার আছে। এক-জাতি রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি।

"দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শেখ মুজিবর রহমান সংবিধানে পাহাড়িসহ দেশের সংখ্যালঘু জাতির জনগণকে বাঙালি হিসেবে পরিচিত করে যে ঐতিহাসিক ভুল করেছিলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করলেন" মন্তব্য করে তিনি বলেন, "এই ভুল অবিলম্বে সংশোধন করা না হলে তার খেসারত একদিন দিতে হবে।"

তিনি বলেন, পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের ইতিহাস বহু শতাব্দী পুরনো। আমাদের পূর্ব পুরুষরা অতীতে কেউ নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দেননি; অপরদিকে বাঙালিদের পূর্ব পুরুষরাও পাহাড়িদের কোন দিন বাঙালি বলে সম্বোধন করেননি বা এখনো কেউ করেন না। কাজেই সাংবিধানিকভাবে জোর করে পাহাড়িদেরকে বাঙালি জাতির মধ্যে বিলীন করার মাধ্যমে সরকারের চরম অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিস্ট চরিত্রই ফুটে উঠেছে।

বিবৃতিতে তিনি অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের বসবাসরত সকল সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে নিজ নিজ জাতীয় পরিচয়ে সাংবিধানিক স্বীকৃতি, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল, পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহনী প্রত্যাহার ও সেটলার বাঙালিদের সম্মানজনক সমতলে পুনর্বাসন ও পাহাড়িদের প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতির দাবি জানান।

সংখ্যালঘু জাতিসমূহের ওপর বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দেয়ার প্রতিবাদে তিন পার্বত্য জেলায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

বিভিন্ন স্থানে বাধা, লক্ষ্মীছড়িতে বোরখাদের গুলিতে ৩ জন আহত

খাগড়াছড়ির চেঙ্গী স্কোয়ার এলাকায় মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীদের একাংশে

পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিসমূহের ওপর বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দেয়ার প্রতিবাদে এবং সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিলের দাবিতে তিন পার্বত্য জেলায় একযোগে এ যাবত কালের সর্ববৃহৎ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)। গত ১২ জুলাই, মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত এক ঘন্টাব্যাপী এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। খাগড়াছড়ির লক্ষ্মীছড়ি, রাঙ্গামাটির ঘাগড়া ও বান্দরবানে বাধাদান সত্বেও হাজার হাজার জনতা এতে অংশ নেন। লক্ষ্মীছড়িতে সেনা-সন্ত মদদপুষ্ট বোরখা পার্টির সন্ত্রাসীদের গুলিতে ৩ মানববন্ধনকারী গুরুতর আহত হন। তাদের একজনকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ির সীমান্তবর্তী গ্রাম ধুধুকছড়া থেকে শুরু হয়ে মানববন্ধনের একটি লাইন পানছড়ি, ভাইবোন ছড়া, খাগড়াছড়ির চেঙ্গী স্কোয়ার, জিরোমাইল, মাইসছড়ি, মহালছড়ি, ঘিলাছড়ি ও কুদুকছড়ি হয়ে রাঙ্গামাটির মানিকছড়িতে গিয়ে শেষ হয়। অপর একটি লাইন রাঙ্গামাটির কাউখালী উপজেলার চম্পাতলী থেকে ঘাগড়া হয়ে কাপ্তাই উপজেলার বড়ইছড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এতে হাজার হাজার নারী পুরুষ অংশ গ্রহণ করে। এছাড়া একই সময়ে খাগড়াছড়ি জেলার দিঘীনালা-বাবুছড়া সড়ক, মাটিরাঙ্গা উপজেলার গুইমারা থেকে বাল্যাছড়ি, আলুটিলা, জালিয়া পাড়া থেকে মানিকছড়ি উপজেলা সদর, লক্ষ্মীছড়ি-বর্মাছড়ি, লক্ষ্মীছড়ি-মানিকছড়ি ও লক্ষ্মীছড়ি-চাইল্যাতলী সড়ক এবং রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার জারুলছড়ি থেকে কলগ্রাতলী বাজার, কাউলী থেকে বারিবিন্দু ঘাট, বারিবিন্দু ঘাট থেকে বিভিআর গেট হয়ে দিঘীনালা উপজেলা সদর পর্যন্ত, সাজেকে মাইনি ব্রিজ থেকে শুকনাছড়ি পর্যন্ত এবং রাজস্থলী সদর ও জুরাছড়ি সদরে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। বান্দরবানে প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও প্রশাসন তাতে বাধা দেয়। ফলে শহরের বালাঘাটায় ইউপিডিএফ-এর কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। শত মাইল দীর্ঘ এই মানববন্ধনে এক থেকে দেড় লক্ষ নারী-পুরুষ-শিশু-আবালবৃদ্ধবণিতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় "আমরা বাঙালি নই, আমাদের জাতিসত্তার স্বীকৃতি চাই, ৭ম পাতায় দেখুন

ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধে সন্ত লারমার প্রতি খাগড়াছড়ির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আহ্বান

পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধের জন্য জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান সন্ত লারমার নিকট দাবি জানিয়েছেন খাগড়াছড়ি জেলার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, হেডম্যান ও কার্বারীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। গত ১০ জুন সংবাদ মাধ্যমকে দেয়া এক যৌথ বিবৃতিতে তারা এ দাবি জানান। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলা ও রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলা থেকে ৭৫ জন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, ৩৩ জন হেডম্যান, ১৩১ জন কার্বারী ও ৬৪ জন শিক্ষক সহ ৮৯৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

বিবৃতিতদাতাদের মধ্যে রয়েছেন পানছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সর্বোত্তম চাকমা, মহালছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সোনারতন চাকমা, দিঘীনালা উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রিয় চাকমা ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শতরূপা চাকমা, লীছড়ি উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মিলন চাকমা, মহালছড়ি উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান থুইহ্লাঅং মারমা, বাঘাইছড়ি উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাগরিকা চাকমা, ২য় পাতায় দেখুন

২য় বর্ষ ৷ ৪র্থ সংখ্যা ৷ ১ আগস্ট ২০১১ ৷

জাতীয় ডাক

বাঘাইছড়িতে সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র হামলায় জেএসএস (এমএন লারমা) গ্রুপের এক সদস্য নিহত

গত ২৯ মে, রবিবার বিকাল ৩:৫৫ টার সময় সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র হামলায় জেএসএস এমএন লারমা গ্রুপের এক সদস্য নিহত হয়েছে। তার নাম সনিময় চাকমা ওরফে সোহেল, বয়স : ৩২ পিতার নাম : দুলাল কান্তি চাকমা, গ্রাম : মহাজন পাড়া, মারিশ্যা।

জানা যায়, সন্তু গ্রুপের ৪ জন সশস্ত্র সদস্য বাঘাইছড়ি উপজেলা সদরের দিক থেকে ২টি মোটর সাইকেল যোগে বাঘাইছড়ির তালুকদার পাড়ায় এসে সনিময় চাকমার উপর অতর্কিতে সশস্ত্র হামলা চালালে ঘটনাস্থলেই সে নিহত হন। তার মৃত্যু নিশ্চিত করে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়।

দিঘীনালায় পাহাড়ি স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের পর হত্যা

খাগড়াছড়ি জেলার দিঘীনালা উপজেলার বোয়ালখালী ইউনিয়নে এক পাহাড়ি স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। তার নাম সুনিমিকা চাকমা (মিলা হ') বয়স : ১১, পিতা- মৃত. নম চাকমা, গ্রাম : তুলা পাড়া, কামক্যাছড়া। সে কামক্যাছড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণীর ছাত্রী।

গত ১২ মে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় জিনিসপত্র কিনে আনতে দোকানে গেলে সুনিকা চাকমা আর বাসায় ফিরে আসেনি। পরে অনেক খোঁজাখুজির পর পার্শ্ববর্তী জিয়া নগর এলাকা থেকে ১৩ মে, শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে।

লংগদুতে সেটলার কর্তৃক এক পাহাড়ি স্কুলছাত্রী ধর্ষিত

রাঙামাটির লংগদু উপজেলার আটরকছড়া ইউনিয়নের বড় উল্টাছড়ি গ্রামে গত ১৫ জুন বুধবার সপ্তম শ্রেণীর এক পাহাড়ি স্কুল ছাত্রীকে উত্তর ইয়ারেংছড়ি গ্রামের মো: ইব্রাহীম (৩০) কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এ সময় তার বাবা-মা ওই স্কুল ছাত্রী ও তার দুই ছোট ভাইকে বাড়িতে রেখে কাজে গিয়েছিলেন। এ সুযোগে ইব্রাহীম ওই ছাত্রীকে ধরে মুখে কাপড় গুজে দিয়ে পাশের কলাবাগানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। পরে তার চিৎকার শুনে আশে-পাশের লোকজন এসে তাকে উদ্ধার করে।

ইউপিডিএফ-এর নেতা-কর্মী হত্যার প্রতিবাদে শোক মিছিল ও কালো ব্যাজ ধারণ

রাঙামাটির সুবলঙের মিদিঙ্গাছড়িতে সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় নেতা অনিমেষ চাকমা সহ ৪ সদস্যকে হত্যার প্রতিবাদে এবং খুনীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে গত ২৪ মে, মঙ্গলবার খাগড়াছড়িসহ বিভিন্ন জায়গায় শোক মিছিল ও কালো ব্যাজ ধারণ কর্মসুচি পালন করেছে ইউপিডিএফ।

সকাল সাড়ে ১০টায় খাগড়াছড়ি জেলা সদরের স্বনির্ভরস্থ ইউপিডিএফ-এর কার্যালয়ের সামনে থেকে শোক মিছিলটি বের হয়ে নারাঙহিয়া, উপজেলা, কলেজ গেট ও চেঙ্গী স্কোয়ার ঘুরে আবার ইউপিডিএফ-এর কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়। সেখানে এক সংক্ষিপ্ত শোক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটি ফ্রন্ট-এর খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সংগঠক কালোপ্রিয় চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক চন্দনী চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আপ্রুসি মারমা।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে ধ্বংস করে দেয়ার ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের অংশ হিসেবে সন্তু লারমাকে দিয়ে ইউপিডিএফ-এর নেতা-কর্মীদের হত্যা করা হচ্ছে। দমন-পীড়ন ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে সরকার যদি পাহাড়ি জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন ধ্বংস করে দিতে চায় তাহলে বড় ধরনের ভুল করবে বলে বক্তারা হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

বক্তারা সন্তু চক্র, গণদুশমণ ও জাতীয় বেঈমানদের বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

বক্তারা অবিলম্বে কেন্দ্রীয় নেতা অনিমেষ চাকমা সহ ৪ ইউপিডিএফ সদস্যের হত্যাকারী সন্তু লারমার সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও বিচার এবং সন্তু লারমাকে আঞ্চলিক পরিষদ থেকে অপসারণের জোর দাবি জানান।

এছাড়া খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি, দিঘীনালা, মহালছড়ি এবং রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি, নান্যাচর, কাউখালী ও কুদুকছড়িতে শোক মিছিল ও কালো ব্যাজ ধারণ কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধে সন্তু

প্রথম পাতার পর

খাগড়াছড়ি জেলা হেডম্যান এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক স্বদেশপ্রীতি চাকমা, মহালছড়ি উপজেলা হেডম্যান এসোসিয়েশনের সভাপতি সুধাংশু বিকাশ খীসা, খাগড়াছড়ি জেলা কার্বারী এসোসিয়েশনের সভাপতি রণিক ত্রিপুরা, রামগড় উপজেলার হাফছড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান চাইথোয়াই চৌধুরী,সহ আরো অনেকে।

বিবৃতিতে তারা বলেন, সম্প্রতি গত ২১ মে ২০১১ রাঙামাটি জেলার বরকল উপজেলার সুবলং ইউনিয়নের মিদিঙ্গাছড়ি গ্রামে সশস্ত্র হামলায় ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় নেতা অনিমেষ চাকমাসহ চার ব্যক্তি নিহত হওয়ার ঘটনাসহ ইতিপূর্বে সংঘটিত অনুরূপ সহিংস ঘটনায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান ভ্রাতৃঘাতি সংঘর্ষে গত ১৩ বছরে ইউপিডিএফ ও জেএসএস-এর শত শত নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ প্রাণহারিয়েছেন, শত শত পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পথে বসেছেন, বহু নারী স্বামী হারিয়ে বিধবা হয়েছেন ও অনেকে তাদের বাকী জীবনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন। আমরা চাই পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতি ও জনগণের স্বার্থের জন্য হানিকর এই ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত অবিলম্বে বন্ধ হোক। আমরা পাহাড়ে আর কোন রক্তপাত দেখতে চাই না। আমরা চাই আর যাতে কোন মায়ের কোল খালি না হয়।

তারা আরো বলেন, ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধের জন্য ইতিপূর্বে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) রাজী হয়েছে এবং পত্রিকায় বিবৃতির মাধ্যমে চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার ও জনসংহতি সমিতিকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদানেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান সন্তু লারমার কাছে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে অবিলম্বে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ করে চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পূর্ণ শক্তি ও মনোযোগ নিয়োজিত করার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি।

খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটির বিশিষ্টজনের বিবৃতি

শেষ পাতার পর

৫নং ভাইবোন ছড়া ইউপি চেয়ারম্যান কান্তি লাল দেওয়ান,২৬২ নং গোলাবাড়ি মৌজার প্রাক্তন হেডম্যান অংক্যচিং চৌধুরী, পানখাইয়া পাড়ার সহকারী প্রধান শিক্ষক প্রীতিময় চাকমা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সংঘমিত্র দেওয়ান, কমলছড়ি মৌজার হেডম্যান কীর্তিময় চাকমা, ২নং কমলছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান সুপন খীসা, ২৫৯ নং দাঁতকুপ্যা মৌজার হেডম্যান রমনী মোহন দেওয়ান, দিঘীনালা উপজেলা চেয়ারম্যান ধর্মবীর চাকমা, দিঘীনালা উপজেলার কবাখালী মৌজার হেডম্যান দীপংকর দেওয়ান, ২নং বোয়ালখালী ইউপি চেয়ারম্যান চয়ন বিকাশ চাকমা, দিঘীনালা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রিয় চাকমা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও চাঙমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠির পরিচালক আনন্দ মোহন চাকমা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সাধন বিকাশ চাকমা, পাবলাখালী শান্তিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রমোদ জীবন চাকমা, কৃপাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কনক রঞ্জন চাকমা, ৫নং বাবুছড়া ইউপি চেয়ারম্যান পরিতোষ চাকমা, মহালছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সোনা রতন চাকমা, ভাইস চেয়ারম্যান থুইহাঅং মারমা ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাকলী খীসা, মহালছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান লাব্রেচাই মারমা, মাইসছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান শান্তশীল চাকমা, ক্যায়াংঘাট ইউপি চেয়ারম্যান কিরণ চাকমা,মাইসছড়ি বাজার চৌধুরী উগ্য চৌধুরী, ২৪৯নং ক্যায়াংঘাট মৌজার হেডম্যান রতন বিকাশ চাকমা, মাইসছড়ি মৌজার হেডম্যান স্বদেশপ্রীতি চাকমা, মাটিরাঙ্গা উপজেলার দলদলি মৌজার হেডম্যান খীন মোহন ত্রিপুরা, বুদ্ধধন কার্বারী পাড়ার গ্রাম প্রধান শান্তিমনি চাকমা, রামগড় উপজেলার হাফছড়ি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান চাইথোয়াই চৌধুরী, মানিকছড়ি উপজেলার ২নং বাটনাতলী ইউনিয়নের মহিলা সদস্য জ্যোতিমালা ত্রিপুরা, বুদংপাড়া গ্রামের বিশিষ্ট মুরুব্বী ডাঃ সাথৈয়াই মারমা, ছুলুরখীল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক উথোয়াই মারমা, বুদংপাড়া গ্রামের কার্বারী দয়া কুমার ত্রিপুরা, লক্ষীছড়ি উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মিলন চাকমা, লক্ষীছড়ি সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রাজেন্দ্র চাকমা, লক্ষীছড়ি হাইস্কুলের শিক্ষক হরিলাল চাকমা, বর্মাছড়ি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রতুল কান্তি চাকমা, ৮৪নং মুক্তাছড়ি মৌজার হেডম্যান শান্তি মোহন চাকমা, ৮৫ নং বর্মাছড়ি মৌজার হেডম্যান সাথোয়াই চৌধুরী, ৯২ নং দেলাং মৌজার হেডম্যান সুইচালা চৌধুরী, বর্মাছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক উজ্জ্বল চাকমা,পানছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সর্বোত্তম চাকমা, ৩নং পানছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান অসেতু বিকাশচাকমা, লতিবান ইউপি চেয়ারম্যান শান্তি জীবন চাকমা, চেঙ্গী ইউপি চেয়ারম্যান অনিল চন্দ্র চাকমা, লোগাং ইউপি চেয়ারম্যান সমর বিকাশ চাকমা, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক প্রভাকর চাকমা, অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলী সুধাংশু বিকাশ চাকমা, পানছড়ি কলেজের অধ্যক্ষ সমীরদত্ত চাকমা ও সাংবাদিক এস চাঙমা সত্যজিত অন্যতম।

অপরদিকে রাঙামাটি জেলা থেকে বিবৃতিদাতাদের মধ্যে রয়েছেন রাঙামাটি সদর উপজেলার কুদুকছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান সন্টু বিকাশ চাকমা, কুদুকছড়ি মৌজার হেডম্যান সম্রাটসুর চাকমা, ১১৩ নং তৌমিদুং মৌজার হেডম্যান স্বপন কুমার চাকমা, নান্যাচর উপজেলা চেয়ারম্যান প্রীতিময় চাকমা, ভাইস চেয়ারম্যান কমেন্দু বিকাশ চাকমা ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মিলকী চাকমা, নান্যাচর মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অঙ্গদ চাকমা, ঘিলাছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান অমর জীবন চাকমা, ২নং নান্যাচর ইউপি চেয়ারম্যান বিনয় কৃষ্ণ খীসা, ৬২ নং সাবেং মৌজার হেডম্যান মৃদুল কান্তি দেওয়ান, ১নং সাবেং ইউপি চেয়ারম্যান সুপন চাকমা, নান্যাচর মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ভূতেশ্বর চাকমা, ৫নং বন্দুকভাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান বরুণ কান্তি চাকমা, বন্দুক ভাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অতল চাকমা, বেতছড়ি বাজার চৌধুরী অমর বিকাশ চাকমা, কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া ইউপি চেয়ারম্যান থুইমং মারমা, পানছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুনীল কান্তি চাকমা, ডানে উল্টা মৌজার সাবেক হেডম্যানকা জগদীশ চন্দ্র তালুকদার, কাউখালী উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অর্জুন মণি চাকমা, ১০১ নং ঘিলাছড়ি মৌজার হেডম্যান পুষ্পল কুসুম তালুকদার, হারাঙ্গী পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দীপংকর চাকমা, জুরাছড়ি উপজেলার ১নং ধামাইছড়ি মৌজার হেডম্যান রবীন্দ্রলাল চাকমা, ১৩২ নং মিতিংগাছড়ি মৌজার হেডম্যান মিলন শংকর চাকমা, ১নং সুবলং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তরুণ জ্যোতি চাকমা, ১৪০ নং বাঘাছোলা মৌজার হেডম্যান সুশীল রঞ্জন তালুকদার, ২০নং বেগেনাছড়ি মৌজার হেডম্যান প্রহর চাকমা, লংগদু উপজেলার ৭নং লংগদু ইউনিয়নের সংরক্ষিত মহিলা আসনের মেম্বার কামনা চাকমা, বিশিষ্ট মুরুব্বী অজিত কুমার চাকমা, ইউপি চেয়ারম্যান অশোক কুমার চাকমা, বাঘাইছড়ি উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাগরিকা চাকমা, শিজক কলেজের প্রভাষক সচিব চাকমা, কাচালং কলেজের প্রভাষক দেব প্রসাদ চাকমা, ৩৫ নং বঙ্গলতলী ইউপি চেয়ারম্যান তারুসি চাকমা, ৩২ নং বাঘাইছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান অলিভ চাকমা, ৩৪ নং রূপকারী ইউপি চেয়ারম্যান পারদর্শী চাকমা, ৩৬ নং তিনটিলা মৌজার হেডম্যান অনিল রঞ্জন দেওয়ান, বঙ্গলতলী মৌজার হেডম্যান বিশ্বজিৎ চাকমা, ৩৬ নং সাজেক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান অতুলাল চাকমা, হেডম্যান গোবিন্দ চাকমা ও নোয়া পাড়া গুচ্ছগ্রামের কার্বারী চিত্ত রঞ্জন চাকমা অন্যতম।

বিবৃতিতে তারা বলেন, গত ২৫ জুন ২০১১ জাতীয় সংসদে সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) বিল ২০১১ উত্থাপনের পর ৩০ জুন তড়িঘড়ি করে তা পাশ করা হয়েছে। এই বিলে বর্তমান সংবিধানের ৬ নং অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করে বলা হয়েছে: "বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।" আমরা এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিগুলোসহ সমতল অঞ্চলে বাঙালি ভিন্ন অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিসমূহের ওপর বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। বাংলাদেশ একটি বহু-জাতিক ও বহু-ভাষিক রাষ্ট্র। বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু নাগরিক হিসেবে সবাই বাংলাদেশী। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের ভিন্ন ভাষাভাষী সংখ্যালঘু জাতিগুলো নিজেদের কখনোই বাঙালি বলে পরিচয় দেবে না।

বিবৃতিতে তারা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে সংখ্যালঘু জাতিগুলোর পরিচিতি, অধিকার ও মুক্তিযুদ্ধে তাদের ভূমিকার স্বীকৃতি না দেয়া, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে বলবৎ রাখার মাধ্যমে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা এবং ৩৮ নং অনুচ্ছেদ সংশোধনের মাধ্যমে নাগরিকদের সংগঠন করার অধিকার খর্ব করার বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ জানান।

তারা সরকারের কাছে ৩ দফা দাবি তুলে ধরেন। দাবিগুলো হলো অবিলম্বে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সংখ্যালঘু জাতিগুলোর নিজ জাতিগত পরিচয়ের স্বীকৃতি দিতে হবে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা পূর্বক আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার প্রদান করতে হবে এবং পাহাড়ি জনগণের প্রথাগত ভূমি আইনের স্বীকৃতি প্রদান, সেটলারদের সমতল অঞ্চলে সম্মানজনক পুনর্বাসন ও সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটির জেলার বিভিন্ন উপজেলা ইউনিট উপরোক্ত স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন।

পাহাড়িদের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত জিইয়ে রাখতে কতিপয় বাম নেতার ভূমিকা

রিকো চাকমা, প্রাক্তন সভাপতি, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ

বাংলাদেশের কতিপয় বাম নেতার ভূমিকা পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত জিইয়ে রাখতে সহায়ক হচ্ছে। এরা আদর্শচ্যুত সরকারের দালাল সন্তু লারমাকে সমর্থন দানের মাধ্যমে পাহাড়ে তার খুনের রাজনীতি জিইয়ে রাখতে সহায়তা দিচ্ছে বললে অত্যুক্তি হবে না। গত ২০ মে রাঙামাটিতে অনুষ্ঠিত দুই নাথারীদের (সন্তু গ্রুপের নেতৃত্বাধীন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ। জেএসএস এর ছাত্র সংগঠনটির নাম পাহাড়ি ছাত্র সমিতি; সেটা তারা মাঠে নামাতে পারেনি।) প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচীতে অংশ নেন গণফোরামের প্রেসিডিয়াম সদস্য পংকজ ভট্টাচার্য, সিপিবির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হায়দার আকবর খান রনো, ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এস এম শুভ ও বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রীর সাধারণ সম্পাদক তানভীর রুস্তম। এই কর্মসূচীর পরদিনই সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সদস্যরা রাঙামাটির বরকল উপজেলার সুবলং ইউনিয়নে এক গণহত্যা সংঘটিত করে। তাদের ব্রাশ ফায়ারে ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় সদস্য অনিমেষ চাকমাসহ অপর তিন সদস্য ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

সন্তু গ্রুপ কর্তৃক এই ধরনের ঠাণ্ডা মাথায় খুন নতুন কোন ঘটনা নয়। তারা ১৯৯৮ সাল থেকে গত ১২ বছরের অধিক সময় ধরে ইউপিডিএফ-এর একের পর এক নেতা কর্মী ও সমর্থককে খুন ও অপহরণ করছে। এ বিষয়টি উপরোক্ত স্বনামধন্য বাম নেতাদের অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু তারপরও নিপীড়িত শ্রেণী ও জাতির পক্ষের দাবিদার ওই বাম নেতারা কেন সন্তু লারমা ও তার ছাত্র সংগঠনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করেন তা এই অধমের বোধগম্য নয়। আমাদের জানতে ইচ্ছে হয়, ওই বাম নেতারা এবং তাদের স্ব স্ব দল ও সংগঠনগুলো কী নিজের বিবেকের কাছে কখনো প্রশ্ন করেছেন সন্তু লারমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে তারা কিসের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করছেন?

আমরা জানি, মার্কসবাদী বামরাই হলেন ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চার। তারাই সবচেয়ে বেশী গণতান্ত্রিক। তাদেরকেই স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে দেখা যায়। কিন্তু এই বামরা এরশাদের মতো স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করার পরও কেন ও কি উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে ফ্যাসিস্ট সন্তু লারমাকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন? দয়া করে তারা কি এর ব্যাখ্যা দেবেন? আমরা জানি ও বুঝি যে, সন্তু লারমাকে আঞ্চলিক পরিষদের গদিতে বহাল রেখে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত জিইয়ে রাখা হলো শাসক দল আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও সেনাবাহিনীর কৌশল। কিন্তু পাহাড়িদের বন্ধু দাবিদার বাম নেতারা সন্তু লারমাকে সমর্থন দিয়ে প্রকারান্তরে শাসক দলের মতো পাহাড়িদের মধ্যে সংঘাত জিইয়ে রাখার নীতি বাস্তবায়নে সহায়তা দিয়ে কার স্বার্থ উদ্ধার করছেন? তারা আসলে কার এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছেন?

আমরা জানি, মার্কসবাদী বামরাই হলেন ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চার। তারাই সবচেয়ে বেশী গণতান্ত্রিক। তাদেরকেই স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে দেখা যায়। কিন্তু এই বামরা এরশাদের মতো স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করার পরও কেন ও কি উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে ফ্যাসিস্ট সন্তু লারমাকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন?

ওই বাম নেতাদের কি সন্তু লারমার ফ্যাসিজম সম্পর্কে কোন সন্দেহ হয়? যদি সন্দেহ হয় তাহলে তাদের জ্ঞাতার্থে ২০০০ সালের ১৩ নভেম্বর যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত সন্তু লারমার সাক্ষাতকার থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিতে চাই। ওই দীর্ঘ সাক্ষাতকারে তাকে প্রশ্ন করা হয় তিনি রাজনৈতিকভাবে ইউপিডিএফ-কে মোকাবিলা করবেন কিনা? এর উত্তরে সন্তু লারমা যা বলেন তা রীতিমত ভয়ানক। তিনি বলেন: "পলিটিক্যালি নয়। এদের (ইউপিডিএফ নেতা কর্মীদের) গলা টিপে হত্যা করতে হবে। যাতে কিছু না করতে পারে। হাত ভেঙে দিতে হবে, যাতে লিখতে না পারে। ঠ্যাং ভেঙে দিতে হবে, যাতে হাঁটতে না পারে। চোখ অন্ধ করে দিতে হবে, যাতে দেখতে না পারে। যারা চুক্তির পক্ষে জনগণের অধিকারের পক্ষে তারাই এ কাজ করবে।"

সন্তু লারমার ওই সাক্ষাতকারের পর কি আর কিছু বলার বাকি থাকে? আর কি কিছু অস্পষ্ট থাকে? তবে এর সাথে এ কথা যোগ করা দরকার যে, ইউপিডিএফ সম্পর্কে সন্তু লারমার ওই ফ্যাসিস্ট নীতি কেবল সাক্ষাতকারে সীমাবদ্ধ ছিল না। ওই সাক্ষাতকারের পর তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের পার্টি কংগ্রেসে ও বিভিন্ন কর্মী সম্মেলনে ইউপিডিএফ-কে নির্মূলের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। আর এখন আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি [অবশ্য মনে হয় উপরোক্ত অন্ধ বাম নেতারা ছাড়া] সন্তু লারমা তার এই কর্মসূচী প্রতিদিন বাস্তবায়ন করে চলেছেন। সন্তু লারমার এক সময়কার প্রগতিশীল ভূমিকার কথা আমরা নির্দ্বিধায় স্বীকার করি। কিন্তু তার এই ভূমিকার কারণে কি চুক্তি-উত্তর তার গণবিরোধী ও বিপক্ষ দলের নেতা কর্মীদের ওপর ফ্যাসিস্টসুলভ দমনপীড়ন নীতিকে ক্ষমা বা ওভারলুক করা ঠিক হবে? এটা মনে রাখা দরকার, ফ্যাসিস্ট মুসোলিনীও প্রথম জীবনে সমাজতন্ত্রীদের খাতায় নাম লিখিয়েছিলেন।

বাম নেতারা সাধারণত চীন বিপ্লবসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিপ্লব সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে থাকেন। কাজেই তাদের অজানা থাকার কথা নয় যে, আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে যা ঘটছে তা অনেকটা বিপ্লব-পূর্ব চীনের মতো। সন্তু লারমার মতো ফ্যাসিস্ট চিয়াং কাইশেকও সাম্রাজ্যবাদী জাপানের আগ্রাসন মোকাবিলা না করে কমিউনিস্ট পার্টিকে নির্মূলের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু চীনা জনগণ কমিউনিস্ট পার্টির তোলা যুক্ত ফ্রন্ট নীতিকে অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি ও জাতীয়তাবাদী কুয়োমিনটাঙ দলের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে জাপানী আগ্রাসন ঠেকানোর নীতিকে সমর্থন করেছিলেন। সাধারণ জনগণের মধ্যে ঐক্যের আকাঙ্খা ও এই ঐক্যের জন্য সংগ্রাম এত বিস্তৃত হয়েছিল যে তার প্রভাব চিয়াং কাইশেকের সেনাবাহিনীর মধ্যেও পড়ে। তার সৈন্যবাহিনীর তিন জন জেনারেল তার বিরুদ্ধে ক্যু সংঘটিত করে তাকে শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্টদের সাথে সমঝোতা চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করেছিলেন।

সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী কেন, কোন লিবারেল গণতন্ত্রীও ফ্যাসিস্ট সন্তু লারমা ও তার দলকে সমর্থন দিতে পারে না। যারা সন্তু লারমার উপরোক্ত সাক্ষাতকারের পরও তার কর্মসূচীতে যোগ দিয়ে তার অপকর্মে সমর্থন ও ইন্ধন দেন তারা কখনো নিপীড়িত পাহাড়ি জনগণের বন্ধু হতে পারেন না। একজন প্রকৃত বিপ্লবী মার্কসবাদীর উচিত পাহাড়িদের স্বার্থের পক্ষে হানিকর এই ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ করতে যথাসাধ্য ভূমিকা রাখা, সন্তু লারমাকে সংঘাত বন্ধ করতে চাপ দেয়া ও তাকে সর্বাত্মকভাবে বয়কট করা। কিন্তু পংকজ ভট্টাচার্য ও কতিপয় বাম নেতা যা করছেন তা হচ্ছে উল্টো, ন্যাক্কারজনক ও বমি উদ্রেক করার মতো।

আমরা পংকজ ভট্টাচার্যসহ উপরোক্ত বাম নেতাদের পাহাড়ি জনগণের স্বার্থ বিরোধী ভূমিকার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাই। আমরা তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে এবং বিশেষত সন্তু লারমার ফ্যাসিস্ট আচরণ সম্পর্কে তাদের দল বা সংগঠনের নীতি পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানাচ্ছি। ■

মুরুং "উপজাতি" সেনাবাহিনীর কেমন বন্ধু?

উইনী মারমা

লামা-আলীকদম উপজেলার দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় বসবাসরত মুরুং হেডম্যান ও কার্বারীদের নিয়ে মঙ্গলবার আলী কদম সেনা জোন সদরে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৪ মে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জোন কমান্ডার লে. কর্ণেল এসএম ইমরানউজ্জামান বলেন, পাহাড়ি এলাকায় মুরুং 'উপজাতি' সেনাবাহিনীর অকৃত্রিম বন্ধু। (দেখুন: আলীকদমে মতবিনিময় সভা: পাহাড়ি এলাকায় মুরুং উপজাতি সেনাবাহিনীর অকৃত্রিম বন্ধু, সুপ্রভাত বাংলাদেশ, ২৫ মে ২০১১) এই অকৃত্রিম বন্ধত্বের নিদর্শনের উল্লেখ করে তিনি বলেন, "আশির দশকে মুরুং বাহিনী গঠিত হয়ে সেনাবাহিনীর সহযোগী হিসেবে পার্বত্য এলাকা থেকে সন্ত্রাস নির্মূলে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।"

বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভেদ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে ও তাতে সতত পুষ্টি দিয়ে ওই জাতিগুলোর ওপর শাসন শোষণ জারি রাখা হলো শাসকগোষ্ঠীর বহু পুরানো কৌশল। বৃটিশরা এই উপমহাদেশে দুই শত বছর ধরে এই কৌশল প্রয়োগ করে তাদের শাসন টিকিয়ে রেখেছিল। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের আগে ফ্যাসিস্ট জার সরকার সে দেশে এক জাতির বিরুদ্ধে আরেক জাতিকে উস্কে দিতো এবং তাদের মধ্যে সব সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিতো। রাশিয়াকে লেনিন জাতিসমূহের কারাগার বলে অভিহিত করেছিলেন এবং তার নেতৃত্বে অক্টোবর বিপ্লব সফল হওয়ার পরই কেবল ওই নিপীড়িত জাতিগুলো মুক্তি লাভ করেছিল।

বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক কলাকৌশল প্রয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বাঙালিসহ বিভিন্ন জাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাত বাঁধিয়ে দিতে চাইবে সেটাই স্বাভাবিক। ১৯৮০ দশকে সেনাবাহিনী মুরুং জাতির জনগণের পশ্চাদপদতার সুযোগ নিয়ে শান্তি-বাহিনীর আন্দোলনের বির"দ্ধে ব্যবহার করেছিল। অবশ্য সে সময় শান্তিবাহিনীরও মারাত্মক ভুল হয়েছিল। মুরুংদের সাথে কোন কারণে তাদের বিরোধ দেখা দিলে তারা মুরুং গ্রামে হামলা চালিয়ে গণহত্যা সংঘটিত করেছিল। সেনাবাহিনী তখন শান্তিবাহিনীর এই ভুলের পূর্ণ সুযোগ নেয়। ইমরানউজ্জামান সাহেব এজন্যই মুরুংদের 'অকৃত্রিম বন্ধু' বলে প্রশংসা করছেন। অবশ্য তিনি বন্ধুত্বের আসল নিদর্শনের উল্লেখ করেননি। তিনি বাঙালি জনগণের পক্ষে মুরুংদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলতে পারতেন, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুরুং জাতির জনগণ তৎকালীন মেজর ও পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

যাই হোক, এই 'অকৃত্রিম বন্ধুত্বের' প্রতিদান হিসেবে মুরুংদের কি প্রতিদান দেয়া হয়েছে?

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জাতিগুলোর মধ্যেমুরুংরাই এখনো পর্যন্ত শিক্ষা দীক্ষায় ও অর্থনৈতিক মানদণ্ডে সবচেয়ে পেছনে পড়ে রয়েছেন। অথচ এই অবস্থা থেকে তাদেরকে তুলে আনার জন্য সরকারের কোন উদ্যোগ দেখা যায় না।

শুধু তাই নয়, গত জরুরী অবস্থার সময় বিনা ক্ষতিপূরণে তাদের জমি কেড়ে নিয়ে তথাকথিত পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে, নানা কৌশলে তাদের জুম চাষের এলাকা সীমিত করে দেয়া হয়েছে এবং আলীকদমসহ বিভিন্ন জায়গায় এখনো তাদের জমি বেদখল করা হচ্ছে। সম্প্রতি বান্দরবানের রুমা এলাকার জনগণ, বিশেষত মুরুংরা, সেনাবাহিনী কর্তৃক জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে লংমার্চ করেছেন। ১৯৭০ দশক থেকে সেনাবাহিনী রুমা গ্যারিসন সম্প্রসারণের জন্য তাদের তিনটি মৌজার ৯,৫৬০ একর জমি অধিগ্রহণ করার চেষ্টা চালিয়ে আসছে। এই অধিগ্রহণ প্রচেষ্টা সফল হলে হাজার হাজার মুরুং পরিবার তাদের বংশপরম্পরায় বাস করে আসা জমি থেকে চিরতরে উৎখাত হবে এবং এতে তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙে পড়বে। এই ধরনের অন্যায় ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় ২০০৭ সালে সেনাবাহিনী মুরুং নেতা রাংলাই ম্রোকে গ্রেফতার করে তার ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিল ও তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অস্ত্র মামলা দিয়ে জেলে দীর্ঘদিন আটক রেখেছিল। " অকৃত্রিম বন্ধুত্বের" প্রতিদান হিসেবে মুরুংরা নিশ্চয়ই এ ধরনের বর্বর নির্যাতন ও শোষণ আশা করেনি।

সরকারের উচিত সবচেয়ে পশ্চাদপদ জাতি হিসেবে মুরুং ও খুমী জাতির ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। রাঙামাটিতে যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলা হচ্ছে তাতে এই মুরুং জাতির কি উপকার হবে? ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য একজন মুরুংও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। কাজেই সরকারের উচিত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আগে প্রাইমারী ও হাইস্কুল লেভেলের ভিত্তি শক্তিশালী করা। বিশেষত মুরুংদের শিক্ষার দিকে নজর দেয়া। আর "অকৃত্রিম বন্ধুত্বের" সবচেয়ে ভালো প্রতিদান হবে রুমাসহ বিভিন্ন এলাকায় মুরুংদের জমি বেদখল বন্ধ করা, রুমা গ্যারিসন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনা

সম্পূর্ণ বাতিল করা। কারণ রুমা গ্যারিসন সম্প্রসারণের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম এমনিতেই একটা ক্যান্টনমেন্ট হয়ে আছে। সেনানিবাসের নামে জমি অধিগ্রহণের আসল উদ্দেশ্য আসলে মুর"ংদের নিজ ভূমি থেকে উৎখাত করা। কারণ সেনানিবাস সম্প্রসারণের উছিলা ছাড়া আর অন্য কোন কারণ দেখিয়ে সেখানে মুরুংদের জমি কেড়ে নেয়ার সুযোগ নেই। আমরা চাই, মুরুংদের সাথে বন্ধুত্বের ভাব দেখিয়ে তাদেরকে গলা টিপে ধরা বন্ধ হোক।

সেমুতাঙের গ্যাস পার্বত্য চট্টগ্রামের

৭ম পাতার পর

জনগণকে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। বক্তারা হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, সরকার যদি স্থানীয় জনগণের চাহিদা পূরণ না করে সেমুতাঙের গ্যাস পাচারের সিদ্ধান্তে অটল থাকে তাহলে তিন গণতান্ত্রিক সংগঠন পার্বত্যবাসীকে সাথে নিয়ে বৃহত্তর কর্মসূচী ঘোষণা দিতে বাধ্য হবে।

সমাবেশ থেকে বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের তেল, গ্যাস, কয়লাসহ সকল খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ন্যায্য মালিকানা নিশ্চিত করা, সেমুতাঙের গ্যাস স্থানীয়দের চাহিদা পূরণ না করে বাইরে পাচার বন্ধ করা, দেশ ও জাতির স্বার্থ বিরোধী সকল চুক্তি বাতিল করা, সেমুতাং গ্যাস উত্তোলনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের যথাযথ পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে গ্যাস ভিত্তিক শিল্পকারখানা গড়ে তোলার জোর দাবি জানান।

সম্পাদকীয়

২য় বর্ষ ॥ ৪র্থ সংখ্যা ॥ ১ আগস্ট ২০১১

বাঙালি জাতীয়তা, পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনী আইন ঃ ভিক্ষা চাই না, কুকুর তাড়ান

পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতিসমূহের দশা বর্তমানে এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, এখন 'ভিক্ষা চাই না, কুকুর তাড়ান' অবস্থা। দেশের নাগরিক হিসেবে মর্যাদা ও অধিকার লাভ তো দূরের কথা, বিতর্কিত পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে নিজেদের জাতিসত্তার পরিচয় পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার। অথচ এতকাল 'সংখ্যালঘুদের প্রতি সহানুভূতিশীল' বলে জাহির করত দলটি। 'বাঙালি জাতীয়তা' চাপিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত থাকে নি, ফ্যাসিবাদী কালাকানুনও প্রবর্তন করেছে। কেউ সরকারের এ ধরনের গণবিরোধী পদক্ষেপের ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা করলে, তা সরকার রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে বিবেচনা করবে। এ পরিস্থিতিতে সরকারের কাছে সংখ্যালঘু ভিন্ন ভাষা-ভাষী জনগণের নতুন কিছু চাওয়ার নেই। একটা কথাই এখন পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশের ভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতিসমূহ তথা দেশের গণতন্ত্রকামী জনতাকে একজোট হয়ে গগণ বিদারি কণ্ঠে ধ্বনি প্রতিধ্বনি করতে হবে তা হচ্ছে, 'বাঙালি জাতীয়তা মানি না' অবিলম্বে 'পঞ্চদশ সংশোধনী আইন' বাতিল কর।

গেল ৩০ জুন তড়িঘড়ি করে পঞ্চদশ সংবিধান সংশোধনী বিল পাস করার ফলে এদেশের অধিবাসীদের এখন আইনগতভাবে 'বাঙালি' হিসেবে পরিচয় দান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। '৭২ সালের সংবিধানেও (২নং ধারায়) অনুরূপভাবে দেশের সকল নাগরিকদের পরিচিতি ছিল 'বাঙালি'। পঞ্চদশ সংশোধনীর ৩৮ নং ধারায় সভা-সমাবেশ ও সংগঠনের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ কেউ ন্যায্য বিষয়ে কোন প্রতিবাদ সংগঠিত করলে সরকার তাকে আইন শৃঙ্খলার পরিপন্থী অজুহাতে তা নিষিদ্ধ করে দিতে পারবে, যা কাল আইন ছাড়া কিছু নয়।

পাকিস্তান আমলে তথাকথিত জাতীয় সংহতির দোহাই দিয়ে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে অন্যায়ভাবে উর্দু চাপিয়ে দেয়া হলে, তদানিন্তন পূর্ব বাংলার জনতা সঙ্গত কারণেই তা বরদাস্ত করে নি। আওয়ামী লীগ কর্তৃক চাপিয়ে দেয়া 'বাঙালি জাতীয়তা' পার্বত্য চট্টগ্রামসহ এদেশের ভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতিসমূহ কীভাবে মেনে নেবে? বৈরী পরিস্থিতিতে কখনও কখনও মানুষ নিজ ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, অন্য ভাষাও গ্রহণ করে থাকে, কিন্তু নিজ জাতিসত্তার পরিচিতি কখনও বিসর্জন দেয় না। পূর্ব বাংলার জনগণকে ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলন করতে হয়েছিল। এমনকী ভাষা স্বীকৃতির দাবিতে ১৪৪ ধারা লংঘন করতে গিয়ে '৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সালাম-রফিক-বরকত-জব্বারসহ বেশ ক'জন শহীদ হয়েছিলেন। অবস্থাদৃষ্টে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, জাতিসত্তার স্বীকৃতির দাবিতে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশের ভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতিসমূহকে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ইতিমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিবাদ বিক্ষোভ হয়েছে। ১২ জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রামে স্মরণাতীত কালে বৃহত্তম মানববন্ধন হয়ে গেল। উত্তরে ভারতের সীমান্তবর্তী ধুদুকছড়া হতে খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও দক্ষিণে বান্দরবানের বালাঘাটায় একযোগে অনুষ্ঠিত এ মানববন্ধনে লক্ষাধিক মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল। এ সময়ে জনগণের মুখপাত্র হিসেবে যাদের সবচে' জোরালো ভূমিকা রাখার কথা পার্বত্য চট্টগ্রামের সেই তিন সাংসদ প্রকৃত প্রস্তাবে মীর জাফরের ভূমিকা পালন করেছেন। ইতিহাসে ঘৃণিত মীর জাফর মূল সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে সরে শুধু নিষ্ক্রিয় ছিলেন, কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন সাংসদ জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে নিষ্ক্রিয় ছিলেন না, তারা সরকারের পক্ষে ভোট দিয়ে জনগণের কপালে কুঠারাঘাত করেছেন। এদিক দিয়ে তুলনা করলে তারা মীর জাফরকে ছাড়িয়ে গেছেন।

বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থায় দলের বিরুদ্ধে কেউ কোন কিছু করতে পারে না, তা ৩০ জুন সংসদ অধিবেশনে পঞ্চদশ সংশোধনী পাসের মুহূর্তে আরও একবার হাতে-কলমে প্রমাণিত হল। যারা এতদিন আওয়ামী লীগের পক্ষে ওকালতি করতেন, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক হচ্ছে উত্তর-দক্ষিণ না চেনা হুজুগমতি লোক, যারা এ ঘটনার পর আর আওয়ামী লীগ-বিএনপি'কে সমর্থন দেবেন না। আর কিছু সংখ্যক হচ্ছে মজ্জাগতভাবে ধান্দাবাজ, যারা তথাকথিত জাতীয় দল আওয়ামী লীগ বা বিএনপি'র লেজ ধরে হীন ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থের ধান্দায় থাকে। তাদের জাগান যায় না, কারণ তারা জেগে ঘুমের ভান করে থাকে। এরাই হচ্ছে সবচে' ভয়ঙ্কর। এদের শায়েস্তা করা না গেলে ভবিষ্যতে আরও দুর্দশার সম্মুখীন হতে হবে।

বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দেয়ার এতবড় ক্ষয়ক্ষতির পরও যারা তা বুঝতে চাইবেন না বা অন্য যুক্তি দিয়ে সত্য আড়াল করতে চাইবেন, তাদের জনগণের শত্রু হিসেবে ধরে নিতে হবে। রাশেদ খান মেনন ও হাসানুল হক ইনুরা মুখে পঞ্চদশ সংশোধনীর বিরোধিতা করলেও, শেষ বেলায় সরকারের পক্ষে ভোট দিয়ে কলঙ্কময় অধ্যায় রচনা করেছেন। নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করার ফলে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে, তারা যেভাবেই ব্যাখ্যা করুন দেশের সচেতন জনগণকে আর ঠকাতে পারছেন না। লক্ষীপুর ৫ আসন থেকে নির্বাচিত একমাত্র স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য সরকারের বিরোধিতা করতে সক্ষম হয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন সাংসদ থেকে একজনও যদি পার্লামেন্টে বিরোধিতা করতেন, তাহলে পরিস্থিতি ভিন্ন হত।

এতকাল আওয়ামী লীগ নিজেদের 'সংখ্যালঘুদের প্রতি সহানুভূতিশীল দল' হিসেবে প্রচারণা চালিয়ে এসেছে। বিএনপি-জামাতের রাক্ষুশে মূর্তিতে ভীত সন্ত্রস্ত পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের আরও অন্যান্য ভিন্ন ভাষা-ভাষীর জনগণের সমর্থন আদায় করে নেয়া আওয়ামী লীগের পক্ষে সহজ হয়েছিল। বাহ্যিক কিছু ভিন্নতা থাকলেও বিএনপি-জামাত-জাতীয় পার্টি এবং আওয়ামী লীগ একই চরিত্র সম্পন্ন দল। তবে জনগণকে ঠকানোর ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের মুণিয়ানা বাকী তিন দলের চাইতে বেশি। সে কারণে আওয়ামী লীগ চাতুর্য্যের সাথে 'সংখ্যালঘু দরদী' বলে বিশেষণ লাগিয়ে নিয়েছে এবং কার্যকরভাবেই সংখ্যালঘুদের ঠকাতে সক্ষম হয়েছে।

পঞ্চদশ সংশোধনীর ফলে তার মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে, ভবিষ্যতে কেউ আর আওয়ামী লীগের ফাঁদে পা দেবে না।

ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত ও আমাদের করণীয়

নিরন চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত একটি রাজনৈতিক বাস্তবতা। জনসংহতি সমিতির আত্মসমর্পনের পর ১৯৯৮ সালের ৪ঠা এপ্রিল পানছড়িতে প্রদীপ লাল ও কুসুম প্রিয় চাকমাকে হত্যার মাধ্যমে এই রক্তাক্ত সংঘাতের সূচনা। এরপর গত ১৩ বছরে ইউপিডিএফ ও জেএসএস এর কয়েক শত নেতাকর্মী ও সাধারণ নিরীহ লোকজন প্রাণ হারিয়েছেন। শুরু থেকেই ইউপিডিএফ হানাহানি বন্ধ করে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য জেএসএস-এর প্রতি আহ্বান জানিয়ে আসছে। ইউপিডিএফ মনে করে আন্দোলনের নীতি কৌশল সম্পর্কে দু'টি দলের মধ্যে, এমনকি একটি দলের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অংশের মধ্যে মতপার্থক্য থাকতে পারে এবং থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আন্দোলনকারী শক্তিগুলোর মধ্যে এই ধরনের মত পার্থক্য মীমাংসার পদ্ধতি হলো গণতান্ত্রিক অর্থাৎ আলাপ আলোচনা। শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা যুদ্ধের মাধ্যমে এই ধরনের মত পার্থক্য নিরসনের চেষ্টা কখনোই কাম্য হতে পারে না। কারণ এতে শত্রু পক্ষ তাদের দ্বন্দ্বের পূর্ণতম সুযোগ নিয়ে থাকে।

ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বোধশক্তি সম্পন্ন কেউ চায় না এই সংঘাত চলতে থাকুক। বলা যায় ৯৯.৯৯% জুম্ম ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধের পক্ষে। কিন্তু তারপরও সংঘাত ও রক্তক্ষয় চলছে। মাত্র গুটিকয় ব্যক্তির কাছে পুরো জনগণ আজ জিম্মি। কিন্তু কেন? এই জিম্মিকারীরা কি ৯৯.৯৯ শতাংশের চাইতে বেশী শক্তিশালী? মোটেই নয়।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, জেএসএস শুরু থেকেই আলোচনার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়নি। জেএসএস অর্থাৎ সন্তু লারমা সশস্ত্রভাবে ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে ইউপিডিএফ-কে নির্মূলের চেষ্টা চালিয়ে আসছে। ইউপিডিএফ-কে নির্মূলের প্রকাশ্য ঘোষণাও তিনি দিয়েছেন। কিন্তু দেখা গেছে, তিনি যত বেশী শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ইউপিডিএফ-কে নির্মূলের চেষ্টা করেছেন, তত বেশী ইউপিডিএফ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এক সময় ইউপিডিএফ-অবস্থান মাত্র দু'একটি জায়গায় সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু আজ সে পার্বত্য চট্টগ্রামে সবচেয়ে শক্তিশালী, সুসংগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত দল হিসেবে পড়ে উঠেছে।

সংঘাত চলার পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে সংঘাত নিরসনের উদ্যোগও নেয়া হয়েছে। ১৯৯৯ সালে আন্তর্জাতিক সংগঠন ইউএনপিও (আনরিপ্রেজেন্টেড ন্যাশনস এন্ড পিপল্স অর্গানাইজেশন) প্রথম দুই পার্টির মধ্যে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত নিরসনের উদ্যোগ নেয়। কিন্তু জেএসএস অত্যন্ত সুকৌশলে তার উদ্যোগকে ব্যর্থ করে দেয়। রাজা দেবাশীষ রায়ও এক সময় সমঝোতার উদ্যোগ নেন। কিন্তু তিনিও ব্যর্থ হন। সন্তু লারমা ভারতের কলকাতা থাকাকালে ২০০০ সালে খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ ও জেএসএস-এর মধ্যে এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু সন্তু লারমা দেশে ফিরে সেই চুক্তি প্রত্যাখান করেন। পরে জেএসএস দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার প্রাক্কালে তাদের কংগ্রেসের আগে ২০০৬ সালের জানুয়ারী থেকে মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত তিন দফা বৈঠকে দুই পার্টি একটি সমঝোতায় উপনীত হয়। এই বৈঠকের দিন-তারিখ, স্থান, বৈঠকের ধরণ, মধ্যস্থতাকারী, এমনকি ইউপিডিএফ-এর পক্ষে কে প্রতিনিধিত্ব করবেন তাও জেএসএস ঠিক করেছিল। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ কোন উচ্চবাচ্য না করে সব শর্ত মেনে নিয়ে ওই বৈঠকে বসেছিল। কিন্তু তবুও দুর্ভাগ্য, বৈঠকগুলো ফলপ্রসূ হওয়ার পরও, তৃতীয় বৈঠক থেকে উঠে যাওয়ার এক সপ্তাহের মাথায় জেএসএস ওই সমঝোতা লঙ্ঘন করে খাগড়াছড়ির বিভিন্ন জায়গায় ইউপিডিএফ-এর ওপর হামলা শুরু করে। এতে বেশ কয়েকজন ইউপিডিএফ সদস্য মারা যান। ইউপিডিএফ মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে জেএসএস -এর কাছে এর বিরুদ্ধে লিখিত প্রতিবাদ জানায় ও আলোচনার টেবিলে ফিরে আসার আহ্বান জানায়। কিন্তু জেএসএস কোন উত্তর না দিয়ে হামলা অব্যাহত রাখে।

এর কয়েক মাস পর জেএসএস দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় এবং সন্তু গ্রুপ জেএসএস-এর অপর অংশের ওপরও সশস্ত্র আঘাত হানতে থাকে। তবে প্রবল প্রতিরোধের মুখে সন্তু লারমার দল খাগড়াছড়ি থেকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়। এরপর দেশে জরুরী অবস্থা জারী করা হয়। এ সময় কোনঠাসা হয়ে পড়লে সন্তু লারমা ইউপিডিএফ-এর কাছে আবার সমঝোতার প্রস্তাব নিয়ে হাজির হয়। ইউপিডিএফ জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে সন্তু গ্রুপ কর্তৃক পূর্বের চুক্তি লঙ্ঘন ও অনেক সহযোদ্ধা নিহত হওয়ার পরও তাদের সাথে পুনরায় সমঝোতায় উপনীত হয়।

চাকমা ভাষায় একটা প্রবাদ আছে, "যে কুত্তরোর লেজ বেত্তা চুমোত ভোরেলয্য উজু ন-অয়" (কুকুরের বাঁকা লেজ কখনো সোজা হয় না)। এই প্রবাদের বাংলা ইকুইভ্যালেন্ট হতে পারে "কয়লা ধুলেও না যায় ময়লা।" এত কিছু করার পরও ইউপিডিএফ জেএসএস-এর চরিত্র পরিবর্তন করতে পারেনি। উক্ত সমঝোতার সুযোগ নিয়ে সন্তু গ্রুপ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলা বারুদ সংগ্রহ করে ও নতুন কর্মী ভর্তি করিয়ে তাদের সামরিক ট্রেনিং দেয়। এভাবে নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করার পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে সন্তু গ্রুপ আবার ইউপিডিএফ-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের সেই হামলা আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। সর্বশেষ ২১ মে সুবলঙ্কে তারা ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় নেতা অনিমেষ চাকমা ও অন্য তিন সদস্যকে গুলি করে হত্যা করে। কি নির্মম পরিহাস, এই অনিমেষ চাকমাই বাঘাইছড়িতে সন্তু গ্রুপের সাথে সমঝোতা প্রস্তাবে রাজী হয়ে চুক্তিতে উপনীত হতে সাহায্য করেছিল। আজ তাকেই তারা নির্মমভাবে খুন করলো।

ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বোধশক্তি সম্পন্ন কেউ চায় না এই সংঘাত চলতে থাকুক। বলা যায় ৯৯.৯৯% জুম্ম ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধের পক্ষে। কিন্তু তারপরও সংঘাত ও রক্তক্ষয় চলছে। মাত্র গুটিকয় ব্যক্তির কাছে পুরো জনগণ আজ জিম্মি। কিন্তু কেন? এই জিম্মিকারীরা কি ৯৯.৯৯ শতাংশের চাইতে বেশী শক্তিশালী? তাহলে কেন সংঘাত বন্ধ হচ্ছে না? বন্ধ না হওয়ার বেশ কয়েকটি কারণের মধ্যে একটি হলো যারা সংঘাত বন্ধের পক্ষে, যারা দুই পার্টির মধ্যে ঐক্যের পক্ষে তারা সংখ্যায় বেশী হলেও অসংগঠিত ও উদ্যোগহীন। কেবল সংঘাত চাই না, ঐক্য চাই বললেই সংঘাত বন্ধ হয় না ও ঐক্য আসে না।

এর জন্য সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা দরকার, যা অনুপস্থিত। ছাত্র সমাজসহ জনগণের একটি অংশ সংঘাত হানাহানিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এখন নিজেদের গুটিয়ে রেখেছেন। তাদের উদ্দেশ্যে বলা যায়, নিজেকে গুটিয়ে রাখাটা সামগ্রিক কোন সমাধান নয়, বরং তা যুদ্ধবাজদের হাতকেই শক্তিশালী করে। এছাড়া, আর একটি অংশ আছেন যারা সংঘাতের বিপক্ষে ঠিকই, কিন্তু ইউপিডিএফ - জেএসএস উভয় পক্ষ থেকে তারা নিজেদের সম-দূরত্বে সরিয়ে রাখেন। এদের সংখ্যাটা কিন্তু নেহাতেও কম নয়। এদের এই অবস্থানও তাদেরকেই লাভবান করে যারা ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত জিইয়ে রাখতে চায়।

৫ম পাতায় দেখুন

ইউপিডিএফ নিষিদ্ধের ষড়যন্ত্র: উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা

রাজনৈতিক ভাষ্যকার, সিএইচটি নিউজ বাংলা

গত ২০ মে বিবিসি বাংলার খবরে বলা হয়েছে, ইউপিডিএফ-এর কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হবে কিনা, সে বিষয়টি নিয়ে এখন সরকারের মধ্যে আলোচনা চলছে। স্বরাষ্ট্র সচিব আব্দুস সোবহান সিকদার বিবিসিকে বলেছেন, পার্বত্য এলাকার পরিসিথতির জন্য ইউপিডিএফ-এর তৎপরতাকে অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে এই সংগঠনের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া না দেওয়ার বিষয়টি এখন আলোচনায় এসেছে। বিবিসির উক্ত খবর মতে, সম্প্রতি খাগড়াছড়ির রামগড়ে সংঘটিত সহিংস হামলার প্রেক্ষাপটে সরকারের উচ্চ পর্যায়ে এক বৈঠকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা সভায় ইউপিডিএফ বিষয়ে আলোচনা হয়।

> **কিন্তু কেন ইউপিডিএফ এর বিরুদ্ধে তাদের এই "পবিত্র ঐক্য"? কেন সরকার ইউপিডিএফ-এর সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন? কারণ একটাই -- সেটা হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে একমাত্র ইউপিডিএফ-ই জনগণের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে নিরলসভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।**

স্বরাষ্ট্র সচিবের উপরোক্ত উক্তি থেকে বেশ স্পষ্ট যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা ইউপিডিএফ-কে নিষিদ্ধ করার ষড়যন্ত্র বেশ জোরেশোরে শুরু হয়েছে। জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপের সভাপতি সন্তু লারমা প্রথম ইউপিডিএফ-কে নিষিদ্ধের দাবি তোলেন। ইউপিডিএফ-কে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হওয়ার পর তিনি একদিকে ইউপিডিএফ-এর সাধারণ সদস্য ও সমর্থকদের ওপর একের পর এক সশস্ত্র হামলা চালাচ্ছেন, অন্যদিকে নিষিদ্ধের দাবি তুলে সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। গত ২০ মে স্বরাষ্ট্র সচিবের বক্তব্য ও রাঙামাটিতে তাদের ছাত্রদের এক সমাবেশে সন্তু লারমা উক্ত নিষিদ্ধের দাবি পুনর্ব্যক্ত করার পরদিনই তার লেলিয়ে দেয়া সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা রাঙামাটির সুবলঙের মিদিঙাছড়ি গ্রামে হামলা চালিয়ে কেন্দ্রীয় নেতা অনিমেষ চাকমাসহ নিরস্ত্র নিরপরাধ চার ইউপিডিএফ সদস্যকে হত্যা করে। সেনাবাহিনীও দীর্ঘদিন ধরে ইউপিডিএফ-কে সন্ত্রাসী দল হিসেবে চিত্রিত করতে চাইছে। গতকাল, ২৬ মে, সেনাবাহিনীর আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর বা আইএসপিআর এক বিবৃতিতে ইউপিডিএফ-কে "পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের অন্তরায় সৃষ্টিকারী একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসী দল" আখ্যায়িত করে ২৩ মে সড়ক অবরোধের দিন পারভেজ আলম নামে এক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার সাথে ইউপিডিএফ-কে জড়িয়ে মনগড়া অভিযোগ উত্থাপন করেছে। স্বরাষ্ট্র সচিবের বক্তব্য, সেনাবাহিনীর ভাষ্য ও সন্তু লারমার দাবি একসাথে মিলিয়ে দেখলে তাদের মধ্যে ইউপিডিএফ-বিরোধী গোপন আঁতাত সম্পর্কে সহজেই আঁচ করা যায়।

কিন্তু কেন ইউপিডিএফ এর বিরুদ্ধে তাদের এই "পবিত্র ঐক্য"? কেন সরকার ইউপিডিএফ-এর সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন? কারণ একটাই -- সেটা হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে একমাত্র ইউপিডিএফ-ই জনগণের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে নিরলসভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। জেএসএস-এর আত্মসমর্পনের পর পার্বত্য চট্টগ্রামে ইউপিডিএফ-এর নেতৃত্বে নতুন করে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে ওঠার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার ও সেনাবাহিনীর ভয় হলো এই গণআন্দোলন। আর এই আন্দোলন ঠেকানোর লক্ষ্য নিয়েই তারা ইউপিডিএফ-কে নিষিদ্ধের ষড়যন্ত্র করছে। অপরদিকে, নিষিদ্ধ করার অজুহাত সৃষ্টির জন্য সরকার তার বশংবদ সন্তু লারমাকে ব্যবহার করে তার মুখ দিয়ে ইউপিডিএফ নিষিদ্ধের দাবি তুলছে।

কিন্তু সরকার কোন যুক্তিতে ও অজুহাতে ইউপিডিএফ-কে নিষিদ্ধ করবে? ইউপিডিএফ তার গঠনতন্ত্রের ২ নং ধারায় স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেছে যে, "পার্টির লক্ষ্য হইল শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পন্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের ন্যায্য অধিকার পূর্ণস্বায়ত্তশাসন অর্জনের মাধ্যমে অত্র অঞ্চলে শোষণ-নিপীড়নমুক্ত প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।" ইউপিডিএফ শুরু থেকে আজ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক রীতি নীতি সাংগঠনিক তৎপরতা চালিয়ে আসছে। পার্টি এ যাবত যে ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে তা দেশের অন্যান্য দলগুলোর মতোই। প্রসিত খীসা নিউ এজ-কে দেয়া সাক্ষাতকারে যথার্থই বলেছেন ইউপিডিএফকে নিষিদ্ধ করার কোন যৌক্তিকতা নেই। তিনি প্রশ্ন করেন, যদি যুক্তির খাতিরে ধরে নেয়া হয় যে ইউপিডিএফ-এর দু'একজন সদস্য কোন অপরাধের সাথে যুক্ত তাহলে কি তার জন্য পুরো পার্টিকে নিষিদ্ধ করা যায়? এক্ষেত্রে সরকার ইউপিডিএফ-এর ওই সদস্যের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারে, কিন্তু পুরো একটি দলের গণতান্ত্রিক সাংগঠনিক কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে পারে না।

সেনাবাহিনী বলছে ইউপিডিএফ "পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের অন্তরায় সৃষ্টিকারী"। তাদের এই অভিযোগ সর্বাংশে মিথ্যা। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে অন্তরায় সৃষ্টিকর্তা হলো সরকার ও সেনাবাহিনী নিজেরাই, এমনকি সন্তু লারমাও অনেকাংশে দায়ী। ইউপিডিএফ চুক্তির দুর্বল দিকগুলো তুলে ধরে সমালোচনা করলেও, চুক্তি বাস্তবায়নের পথে কোন দিন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। শুধু তাই নয়, ইউপিডিএফ বহু আগে চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে সরকার ও জেএসএস-কে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

যেখানে সরকার যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াতে ইসলামকে নিষিদ্ধের বদলে প্রকাশ্যে রাজনীতি করার সুযোগ দিচ্ছে, যেখানে চরম দক্ষিণপন্থী ও ধর্মান্ধ মৌলবাদী দলের সাথে রাজনৈতিক মোলাকাত করছে, যেখানে গণতন্ত্রের দুশমন স্বৈরাচারী এরশাদের সাথে জোট বেঁধেছে, সেখানে ইউপিডিএফ-এর মতো একটি গণতান্ত্রিক দলকে নিষিদ্ধ করা হবে আইন ও সংবিধান বিরুদ্ধ, ফ্যাসিস্ট ও চরম অন্যায়? সরকার যদি ইউপিডিএফ-কে নিষিদ্ধ করে তাহলে তা করতে হবে গায়ের জোরে, আইনের জোরে নয়। আর যদি সত্যি নিষিদ্ধ করা হয়, তাহলে তা সমস্যা সমাধানের বদলে পরিস্থিতিকে আরো বেশী জটিল করবে। এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

সৌজন্যে: সিএইচটি নিউজ বাংলা, ২৭ মে ২০১১

ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত ও আমাদের করণীয়

৪র্থ পাতার পর

এছাড়া আরো এক ধরনের লোক আছেন যারা সংঘাতের জন্য দুই পক্ষেই সমভাবে দায়ি করে তাদের চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করে ছাড়েন। এদের ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিবাদী চেতনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলা আবশ্যক যে, ইউপিডিএফ ও জেএসএস-এর মধ্যেকার দ্বন্দ্বের উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে ভালোভাবে অনুসন্ধান না করে আন্দাজে সরলীকৃত সিদ্ধান্তে ঝাঁপ দেয়া ঠিক নয়। দ্বন্দ্ব মানেই হলো দুটো পক্ষ-- যাদের দোষ-গুণ বিচারককে নির্ণয় করতে হয়। কোন বিচারককে কি একই মামলায় বাদী বিবাদী উভয়পক্ষকে সঠিক বা বেঠিক বলে রায় দিতে দেখা গেছে? ধরা যাক, এক জুয়ারী প্রত্যেকদিন জুয়া খেলায় সর্বস্ব হারিয়ে মদে মাতাল হয়ে গভীর রাতে বাড়ি ফিরে অকারণে বাড়ির স্ত্রী পুত্রকে গালমন্দ-মারধর ও বাড়ির জিনিসপত্র ভাঙতে থাকে। একদিন এই অপমান ও অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে স্ত্রী তার স্বামীর আচরণের প্রতিবাদ জানায়। এতে ওই জুয়ারী স্বামী আরো বেশী ক্ষিপ্ত হয়ে তার ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাতে থাকে। মায়ের এমন অবস্থা দেখে তার ছেলেরাও -- যারা ইতিমধ্যে অনেকটা বড় হয়েছে -- মাকে রক্ষার জন্য বাবার অন্যায়ের প্রতিবাদ করে। এক্ষেত্রে কি স্বামী স্ত্রী উভয়কে দোষী সাব্যস্ত করা ঠিক হবে? হ্যাঁ, মধ্যযুগীয় চিন্তায় আচ্ছন্ন মৃত বিন লাদেন ও তার অনুসারীরা হয়তো স্ত্রীকে দোষী সাব্যস্ত করে তার শিরশ্চেদ করতে পারে এই অচল অপাঙক্তেয় যুক্তিতে যে, "স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর বেহেস্ত।" অন্যদিকে, যারা আধুনিক চিন্তা চেতনা সম্পন্ন তারা স্ত্রীকে নয় স্বামীকেই দোষী সাব্যস্ত করবে। তবে এ যুগে এমন লোকও হয়তো পাওয়া যাবে যারা স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে সমভাবে দোষ বন্টন করতে চাইবে।

জেএসএস-এর ভূমিকাও কি অনেকটা ওই জুয়ারীর মতো নয়? সরকারের সাথে চুক্তি করে সর্বস্ব হারিয়ে তারা এখন নিরীহ জনগণ ও ইউপিডিএফ-এর ওপর অকারণে চড়াও হচ্ছে। তারপরও ইউপিডিএফ বছরের পর বছর ঐক্যের প্রস্তাব দিয়ে আসছে, এমনকি চুক্তি বাস্তবায়নে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছে, আর অন্যদিকে জেএসএস তা প্রত্যাখ্যান করছে ও সংঘাত জিইয়ে রাখছে -- এ ক্ষেত্রে কিভাবে উভয় পক্ষ সমভাবে দোষী হবে? সংঘাত বন্ধের প্রশ্নে ইউপিডিএফ ও জেএসএস-এর অবস্থানের পার্থক্য দিন ও রাতের মতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও যারা এই পার্থক্য দেখতে পায় না তাদের উদ্দেশ্যে আমার কোন কথাই কাজে আসবে বলে মনে হয় না। বরং তা জন্মান্ধকে হাতি চিনিয়ে দেয়ার মতোই ব্যাপার হতে পারে। তারপরও এটা বলা দরকার, প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তির উচিত সত্যকে সত্য বলা ও গ্রহণ করা, মিথ্যাকে মিথ্যা বলা ও বর্জন করা, ন্যায়কে ন্যায় বলা ও তার পক্ষে সংগ্রাম করা, অন্যায়কে অন্যায় বলা ও তার বিরোধীতা করা; ভালোকে ভালো বলা এবং গ্রহণ করা, মন্দকে মন্দ বলা ও ত্যাগ করা।

যখন দুই বন্ধুর মধ্যে ঝগড়া-হাতাহাতি হয়, তখন তাদের অন্য বন্ধুদের দায়িত্ব হলো তাদের বিবাদ মিটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা। যে পক্ষ বিবাদ বন্ধ করতে চায় না এবং তার প্রতিপক্ষকে মারতে থাকে, তখন তাকে জোর করে বসিয়ে দিয়ে মারামারি বন্ধ করে দিতে হয়। ঠিক তেমনি যখন দুই পার্টির মধ্যে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত চলে তখন সমাজের বিভিন্ন সচেতন অংশগুলোকে তা বন্ধের জন্য তৎপর হতে হয়। এটা প্রত্যেকের ন্যূনতম সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব। সুতরাং চলমান সংঘাত বন্ধের জন্য প্রত্যেক সচেতন পাহাড়ির উচিত একদিকে যারা সংঘাত বন্ধের পক্ষে, যারা ঐক্যের পক্ষে তাদের সাথে নিজেকে যুক্ত করা, এক কথায় ঐক্যের পক্ষের হাতকে শক্তিশালী করা; অন্যদিকে যারা ঐক্যের বিপক্ষে ও সংঘাত জিইয়ে রাখার পক্ষে তাদের সর্বতোভাবে বিরোধীতা করা ও কঠোরভাবে নিন্দা করা। এ ক্ষেত্রে আমরা চীনের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে পারি। বিপ্লবের আগে চীনে কমিউনিস্ট পার্টি ও কুয়োমিনটাঙ পার্টির মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলে। অবশ্য তার আগে এই দুই দলের মধ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনও হয়েছে। চিয়াং কাইশেক ক্যুদেতার মাধ্যমে কুয়োমিনটাঙ দলের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর কমিউনিস্ট নিধন শুরু করলে ওই গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। গৃহযুদ্ধ চলার সময় ১৯৩৪ সালে জাপান চীন আক্রমণ করলে চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পাল্টে যায়। কমিউনিস্ট পার্টি গৃহযুদ্ধ বন্ধ করে জাপানী আগ্রাসন ঠেকানোর জন্য কুয়োমিনটাঙের কাছে যুক্ত ফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু চিয়াংকাইশেক ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে জাপানী আগ্রাসন ঠেকানোর বদলে কমিউনিস্ট নিধন অব্যাহত রাখে। এ অবস্থায় লক্ষ লক্ষ ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীসহ সাধারণ চীনা জনগণ গৃহযুদ্ধ বন্ধ করে জাপানী আগ্রাসন প্রতিরোধের দাবিতে দেশব্যাপী মিছিল-বিক্ষোভের বন্যা বয়ে দেয়। এমনকি তারা কুয়োমিনটাঙের অফিসে হামলা চালায় এবং কুয়োমিনটাঙ দলের নেতাকর্মীদের লাঞ্ছিত, অপমানিত ও শায়েস্তা করে। জনগণের মধ্যে ঐক্যের এই তীব্র আকাঙ্খা ও তার জন্য কঠোর সংগ্রাম চিয়াং কাইশেক-এর সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও প্রভাব ফেলে। এক পর্যায়ে তিন জেনারেল চিয়াং কাইশেকের বিরুদ্ধে ক্যুদেতা সংঘটিত করে এবং তাকে কমিউনিস্টদের সাথে যুক্ত ফ্রন্ট গঠনে বাধ্য করে। এভাবে চীনা জনগণ গৃহযুদ্ধ বন্ধ করে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে জাপানী আগ্রাসন মোকাবিলা করে ১৯৪৯ সালে মুক্ত হয়।

কাজেই দেখা যায়, ঐক্য সহজে ও এমনি এমনি প্রতিষ্ঠিত হয় না। ঐক্যের জন্য যথেষ্ট সংগ্রাম করতে হয়, সমাজের মধ্যে প্রচেষ্টা থাকতে হয়। বর্তমান সময়ে প্রত্যেক সচেতন পাহাড়ির জরুরী কর্তব্য হলো ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধের জন্য সংগ্রাম করা। এই সংগ্রামের একটি দিক হলো সংঘাত বন্ধের জন্য সন্তু লারমা ও তার দলের নেতাকর্মীদের ওপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করা। অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো একইসাথে ঐক্যের পক্ষের শক্তিকে সংঘবদ্ধ করা। আজ যদি ঐক্যের পক্ষে শক্তিগুলো একত্রিত হয়ে সংঘাত বন্ধের জন্য সত্যিকার প্রচেষ্টা চালায় তাহলে দ্রুত সংঘাত বন্ধ হতে বাধ্য। গণআকাঙ্খাকে বন্দুকের নল দিয়ে চিরদিন দাবিয়ে রাখা যায় না। তিউনিশিয়া, মিশর ও আরব দুনিয়ার চলমান বিপ্লব তার জ্বাজ্জ্বল্য দৃষ্টান্ত।■

রাঙামাটি ও খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

শেষ পাতার পর

কোন দিন ক্ষমা করবে না।"

সমাবেশে বক্তারা অবিলম্বে পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল করে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণসহ দেশের সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে তাদের ন্যায্য অধিকার দেয়ার দাবি জানান। তারা বলেন, "আমাদের জাতীয় পরিচিতি বিলুপ্ত করে দেয়ার অধিকার কারোর নেই।"

সমাবেশ শেষে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি খবংপুড়িয়া, উপালী পাড়া ও নারাঙখিয়া ঘুরে আবার স্বনির্ভর বাজারে গিয়ে শেষ হয়।

এছাড়াও খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি, দিঘীনালা, মহালছড়ি, মানিকছড়ি, গুইমারা এবং রাঙামাটি জেলার নান্যাচর, কুতুকছড়ি, কাউখালী সহ বিভিন্ন উপজেলায় উপরোক্ত দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সন্তু গ্রুপ কর্তৃক রাঙ্গামাটিতে ১০ এইচডব্লিউএফ সদস্য অপহৃত, পরে মুক্তি

গত ১৩ জুন সন্ধ্যা ৭টার দিকে সন্তু গ্রুপের সদস্যরা রাঙ্গামাটি শহরের সমতাঘাট থেকে হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙ্গামাটি জেলা শাখার আহ্বায়ক যুথিকা চাকমাসহ ১০ নেত্রীকে অপহরণ করে।

তারা চাকায় কল্পনা চাকমা অপহরণ তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের দাবিতে এইচডব্লিউএফ-এর এক সমাবেশে যোগ দিতে নান্যাচর থেকে ঢাকা যাচ্ছিলেন।

অপহৃত অন্য নয় জন হলেন, বিপাশা চাকমা, একি চাকমা, জেকি চাকমা, লিলি চাকমা, শিপা চাকমা, হেলথি চাকমা, লিপিকা চাকমা, নিপা চাকমা ও রিমা চাকমা।

ছাড়া পাওয়ার পর যুথিকা চাকমা কুদুকছড়িতে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, দুই নাম্বারীরা (সন্তু গ্রুপের ছাত্র সংগঠন) তাদের কাছ থেকে গাড়ির টিকেট ও মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়। পরে তাদেরকে সিএনজিতে তুলে সামনে ও পেছনে মোটর সাইকেলে পাহারা দিয়ে প্রথমে রাঙ্গাপানি ও পরে দিঘু বাগানে নিয়ে যায়। সেখানে সন্তু গ্রুপের সদস্যদের "মিল ঘরে" তাদের গ্রুপ করে ছবি তোলে ও নাম ঠিকানা লিখে নেয়।

অপহরণের খবর জানাজানি হলে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর তৎপরতা বেড়ে যায় এবং সন্তু গ্রুপের ওপর সাধারণ মুরুব্বীদের চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে সন্তু গ্রুপ তাদেরকে সেদিনই মধ্য রাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

তাদেরকে রাঙ্গাপানি থেকে ছেড়ে দেয়া হয়।

বিলাইছড়িতে সন্তু গ্রুপ কর্তৃক এক ব্যক্তিকে অপহরণের পর হত্যা

ঃ বিলাইছড়ি প্রতিনিধি ঃ

রাঙ্গামাটির বিলাইছড়িতে জেএসএস-এর সন্তু গ্রুপ কর্তৃক এক ব্যক্তিকে অপহরণের পর হত্যা করা হয়েছে। তার নাম ননী তঞ্চঙ্গ্যা বয়স :৫০, পিতা- যোগেন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, গ্রাম : সাক্কারাছড়ি মুখ পাড়া, বিলাইছড়ি উপজেলা। সে সাক্কারাছড়ি মুখ পাড়ার কার্বারী।

গত ১০ জুলাই সকাল ১০টার সময় সন্তু গ্রুপের একদল সদস্য সাক্কারাছড়ি মুখ পাড়ায় গিয়ে নিজ বাড়ি থেকে ননী তঞ্চঙ্গ্যাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। সন্ত্রাসীরা তাকে সাক্কারাছড়ি ও তিনকুনিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে তার লাশ ফেলে পালিয়ে যায়। এরপর দুপুরের দিকে স্থানীয় এলাকাবাসী তার লাশ উদ্ধার করে।

সন্তু বাহিনীর গুলিতে জুরাছড়িতে ইউপিডিএফ সদস্য নিহত

ঃ জুরাছড়ি প্রতিনিধি ঃ

রাঙ্গামাটি জেলার জুরাছড়িতে সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসী হামলায় এক ইউপিডিএফ সদস্য নিহত হয়েছেন। তার নাম বিজয় সিং চাকমা, ৩১, পিতার নাম রতন চাকমা। গ্রাম এপোজ্যাছড়ি, কান্দ্যা, বালুখালি ইউনিয়ন, রাঙ্গামাটি সদর।

জানা যায়, ২৬ জুন, রবিবার, সকাল ৭:১০টায় সন্তু গ্রুপের ২০ - ২৫ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসী জুরাছড়ি উপজেলার ঘিলাতলি গ্রামে এ সশস্ত্র হামলা চালায়। সন্ত্রাসীদের গুলিতে ঘটনাস্থলেই বিজয় সিং চাকমা নিহত হন।

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) রাঙ্গামাটি জেলা ইউনিটের সংগঠক অলকেশ চাকমা এক বিবৃতিতে উক্ত হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা একের পর এক খুন ও অপহরণের ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে, অথচ সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। বরং সরকার সন্তু লারমাকে জামাই আদর দিয়ে আঞ্চলিক পরিষদের গদিতে বহাল তবিয়তে রেখেছে ও সন্ত্রাসীদের বিভিন্নভাবে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে।

বিবৃতিতে তিনি অবিলম্বে সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সদস্যদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও সন্তু লারমাকে আঞ্চলিক পরিষদ থেকে অপসারণের দাবি জানিয়েছেন।

পিসিপি'র চট্টগ্রাম মহানগর ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি গঠিত

ঃ চট্টগ্রাম প্রতিনিধি ঃ

"চাপিয়ে দেয়া বাঙালি জাতীয়তা মানি না, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল কর" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে চট্টগ্রামে এক ছাত্র সমাবেশের মধ্যে দিয়ে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট চট্টগ্রাম মহানগর আহ্বায়ক কমিটি ও ১১সদস্য বিশিষ্ট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

গত ৮ জুলাই শুক্রবার সকাল ১১টায় চট্টগ্রাম মহানগরীর মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী হলে সাউদার্ন ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের ছাত্র সুকৃতি চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ছাত্র সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুমেন চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি জিকো মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা এম.এম পারভেজ লেলিন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাবেক সভাপতি ও ইউপিডিএফ-এর সংগঠক রিকো চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাবেক কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক ও ইউপিডিএফ-এর সংগঠক মিঠুন চাকমা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র রোনাল চাকমা সমাবেশে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা বলেন, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল সংখ্যালঘু ভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতিসমূহের অস্তিত্ব বিলীন করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করছে। এর বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজকে র'খে দাঁড়াতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ দেশের অপরাপর অঞ্চলে বসবাসরত ভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতিসমূহ বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দেয়া সংবিধান কিছুতেই মেনে নেবে না।

বক্তারা বলেন, ক্ষমতার জোরে, বল প্রয়োগ করে অনেক কিছু করা যায়, কিন্তু এক জাতিকে অন্য একটি ভিন্ন জাতিতে রূপান্তরিত করা যায় না। পার্বত্য চট্টগ্রামে সুদীর্ঘকাল ধরে বসবাস করে বসবাসরত ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহকে কিছুতেই বাঙালি বানানো যাবে না। আওয়ামী লীগ সরকারের সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে বাঙালি বানানোর এই ঘৃণ্য অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য বক্তারা ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবেশ শেষে উপস্থিত সকলের সম্মতিক্রমে সুকৃতি চাকমাকে আহ্বায়ক ও রিবেন্ড চাকমাকে সদস্য সচিব করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট চট্টগ্রাম মহানগর আহ্বায়ক কমিটি ও শিমন চাকমাকে আহ্বায়ক ও রাতুল চাকমাকে সদস্য সচিব করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দেয়ার প্রতিবাদে ইউপিডিএফ-এর লাল পতাকা মিছিল ও লাল পতাকা উত্তোলন

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি উপজেলা ইউনিটের সংগঠক চরণসিং তঞ্চঙ্গ্যা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আপ্রুসি মারমা।

বক্তারা '৭২ সালে শেখ মুজিব কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের বাঙালি হতে নির্দেশ দেবার পরিণতি কী হয়েছিল তা স্মরণ করে দিয়ে বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সমতল অঞ্চলের ভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতিসমূহের জনগণ জাতিগতভাবে বাঙালি নন। তাদের প্রত্যেকের স্ব স্ব জাতীয় পরিচিতি ও সংস্কৃতি রয়েছে। চাপিয়ে দেয়া বাঙালি জাতীয়তাবাদ কিছুতেই মেনে নেয়া হবে না।

বক্তারা আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ ও দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসরত সংখ্যালঘু জাতির জনগণ এই উগ্রজাতীয়তাবাদী জগাখিচুড়ি সংবিধান কখনো মেনে নেবে না। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা কোন কালেই বাঙালি ছিলেন না। আমরা সংবিধানে নিজস্ব জাতিগত পরিচিতির স্বীকৃতি চাই।

এছাড়া খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি, দিঘীনালা, গুইমারা এবং রাঙ্গামাটি জেলার নান্যাচর কাউখালীসহ বিভিন্ন এলাকায় লাল পতাকা মিছিল ও লাল পতাকা উত্তোলন করা হয়।

সংখ্যালঘু জাতিসমূহের ওপর বাঙালি জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দেয়ার প্রতিবাদে এবং সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) বিল ২০১১ প্রত্যাহারের দাবিতে গত ৩০ জুন খাগড়াছড়িসহ বিভিন্ন জায়গায় লাল পতাকা মিছিল ও লাল পতাকা উত্তোলন করেছে ইউপিডিএফ। তবে পুলিশ সকালে খাগড়াছড়ি শহরের নারাঙহিয়া, জেলা পরিষদ এলাকা এবং আলুটিলা, গুইমারাসহ বিভিন্ন এলাকায় উত্তোলন করা লাল পতাকা জোর করে নামিয়ে দেয়।

খাগড়াছড়িতে বিকাল ৪টায় খবংপুজ্যা ইহংস্টোর কাব থেকে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি দক্ষিণ খবংপুজ্জে কাশেম সা'মিল এলাকায় গেলে পুলিশ সেখানে বাধা দেয়। সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে আবারো মিছিলটি স্বনির্ভর বাজারে এসে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন

বাঘাইছড়িতে সেটলার কর্তৃক পাহাড়ি স্কুল ছাত্রী ধর্ষিত

রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলায় সেটলার কর্তৃক পাহাড়ি এক স্কুল ছাত্রী ধর্ষিত হয়েছে। সে বাঘাইছড়ি উপজেলার মারিশ্যার তুলাবান উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীর ছাত্রী। তার বাড়ি লংগদু উপজেলার ভাইবোন ছড়া গ্রামে। সে রূপকারী ইউনিয়নের ভক্ত পাড়ায় মনোরঞ্জন চাকমা নামে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করছে।

গত ২৭ জুলাই বুধবার সকাল ১১টার সময় মেয়েটি পরীা দিতে স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এ সময় পুরান মারিশ্যা এলাকার মৃত আবু হোসেন পাভীর ছেলে মো: আবদুল মজিদ(২৮) মনোরঞ্জনের বাসায় গিয়ে হাজির হয়। সবাই বাজারে যাওয়ায় এ সময় বাড়িতে কেউ ছিলেন না। সে সুযোগে মেয়েটিকে একা পেয়ে আবদুল মজিদ প্রথমে ৫০ টাকা গছিয়ে দিয়ে কুপ্রস্তাব দেয়। সে চিৎকার না করার জন্য বলে। চিৎকার করলে গলাটিপে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। তার প্রস্তাবে মেয়েটি রাজী না হলে ঝাপটিয়ে মেয়েটিকে মুখ চেপে ধরে রুমের ভেতরে নিয়ে গিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এবং ধর্ষণের বিষয়টি কাউকে না জানানোর জন্য বলে দেয়। গত ২৬ জুলাই বৃহস্পতিবার ধর্ষক আবদুল মজিদকে গ্রামবাসী আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে।

উক্ত ঘটনার প্রতিবাদে ও ধর্ষণকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে হিল উইমেন্স ফেডারেশন গত ৩০ জুলাই খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে।

অন্যদিকে গত ২৭ জুলাই ধর্ষণকারীর বিচারের দাবিতে বাঘাইছড়ি সদরে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা মানববন্ধন করেছে।

নাগরিক কমিটির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বানকে স্বাগত জানিয়েছে ইউপিডিএফ

পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির ইউপিডিএফ ও জেএসএস এর প্রতি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বানকে স্বাগত জানিয়েছে ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব চাকমা গত ১৯ জুলাই মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে ৯ জুলাই রাঙ্গামাটিতে সন্তু গ্রুপের আহূত সমাবেশসফল করতে ইউপিডিএফ কর্তৃক লোকজনকে যোগদানে উৎসাহিত করার বিষয়টি স্মরণ করে দিয়ে বলেন, বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে আমাদের পার্টি বরাবরই সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করে আসছে। অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেয়া বাঙালি জাতীয়তা কোন পাহাড়ির কাছে গ্রহণযোগ্য হবার কথা নয়। কাজেই জাতিসত্তার স্বীকৃতি, ভূমি অধিকারসহ মৌলিক ইস্যু নিয়ে জেএসএস-এর সাথে যুগপৎ আন্দোলন হতে পারে।

বিবৃতিতে ইউপিডিএফ নেতা আরো বলেন, জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের লক্ষ্যে ইউপিডিএফ ইতিমধ্যে বহু বার প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু জেএসএস-এর সন্তু গ্রুপ ইউপিডিএফ এবং এম.এন.লারমা গ্রুপের নেতা-কর্মীদের ওপর চোরাগোপ্তা হামলা ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত জিইয়ে রেখেছে। তা সত্ত্বেও ইউপিডিএফ সন্তু গ্রুপের প্রতি ঐক্যের হাত বাড়িয়ে রেখেছে।

ইউপিডিএফ নেতা ৭ম পাতায় দেখুন

চট্টগ্রামের বিশিষ্ট জনের বিবৃতি

শেষ পাতার পর

এবং ৩৮ নং অনুচ্ছেদ সংশোধনের মোধ্যমে নাগরিকদের সংগঠন করার অধিকার খর্ব করার বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ জানান।

তারা সরকারের কাছে ৩ দফা দাবি তুলে ধরেন। দাবিগুলো হলো অবিলম্বে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সংখ্যালঘু জাতিগুলোর নিজ জাতিগত পরিচয়ের স্বীকৃতি দিতে হবে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা পূর্বক আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার প্রদান করতে হবে এবং পাহাড়ি জনগণের প্রথাগত ভূমি আইনের স্বীকৃতি প্রদান, সেটলারদের সমতল অঞ্চলে সম্মানজনক পুনর্বাসন ও সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতৃবৃন্দ উক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর সংগ্রহে সহযোগিতা করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছে ইউপিডিএফ

পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলনরত পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিপু মনি কর্তৃক কূটনৈতিক মিশন, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি ও জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক এবং টিভি চ্যানেলের নির্বাহী প্রধানগণের নিকট সংখ্যালঘু জাতিসমূহের জাতীয় পরিচিতি বিষয়ে প্রদত্ত বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছে। ইউপিডিএফ এর সভাপতি প্রসিত খীসা গত ২৭ জুলাই বুধবার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সংবাদ মাধ্যমে এক বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, সরকার হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস বিকৃত করছে।

বিবৃতিতে ইউপিডিএফ নেতা পররাষ্ট্রমন্ত্রী পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে 'ক্ষুদ্র নৃগাষ্ঠী' আখ্যায়িত করে শুধু অসম্মানই করেন নি, ইতিহাসেরও বিকৃতি ঘটিয়েছেন বলে মন্তব্য করে আরও বলেছেন, উহারী বটেশ্বরে আবিস্কৃত চার হাজার বছরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বাংলার জনগণের গৌরবময় ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদি বাসিন্দা নিরূপণে পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিপু মণি'র উহারী বটেশ্বরের উদাহরণ প্রাসঙ্গিক নয়। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ কখনই গোটা বঙ্গদেশকে নিজেদের আদিনিবাস বলে দাবি করে নি এবং করছে না। তাই ডা. দিপু মণি'র ৯৮.৮ ভাগ বাঙালিই বাংলাদেশের আদিবাসী, এ প্রসঙ্গও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে উল্লেখের প্রয়োজন নেই। তার এও জানা উচিত ভারত পাকিস্তান বিভক্তির সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে দুই ভাগের কম অধিবাসী ছিলেন বাঙালি সম্প্রদায়ের, ৯৮ ভাগের অধিক অধিবাসী ছিলেন পাহাড়ি। পার্বত্য চট্টগ্রামে মাত্র কয়েক দশক আগের পাহাড়ি-বাঙালি জনসংখ্যার অনুপাতই বলে দেয় এ অঞ্চলের আদি বাসিন্দা কারা। মূলত চাকমা রাজা ধরম বক্স খাঁ'র আমলেই হাল চাষের জন্য প্রথম সমতল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি চাষী নেয়া হয়েছিল।

ইউপিডিএফ নেতা বিবৃতিতে আরও বলেন, কূটনৈতিক মিশন প্রতিনিধি ও গণমাধ্যমের সম্পাদকদের নিকট ব্রিফিং দেয়ার সময় তিনি কেবল পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পাহাড়ি জনগণের কথাই বলেছেন। সিলেট, ময়মনসিং, পটুয়াখালি, রাজশাহী অঞ্চলে বসবাসরত ভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতিসমূহের অস্তিত্বের কথা তিনি বেমালুম চেপে গিয়ে প্রকারান্তরে তাদের অবজ্ঞা করেছেন।

বিবৃতিতে প্রসিত খীসা "'৯৭ সালে সম্পাদিত পার্বত্য চুক্তিতে সই দিয়ে 'উপজাতি' শব্দটির বৈধতা দেয়া হয়েছে"--পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এ বক্তব্যের তীব্র আপত্তি জানান এবং তাকে স্মরণ করে দিয়ে বলেন, 'উপজাতি' শব্দসহ বহু অসঙ্গতির কারণে চুক্তির পরদিনই তিন গণতান্ত্রিক সংগঠন পাহাড়ি গণপরিষদ-পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি সড়কদ্বীপে চুক্তির কপি পোড়ানো হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, গত ২৬ জুলাই পররাষ্ট্র মন্ত্রী দিপু মণি কূটনৈতিক মিশন, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি ও জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক এবং টিভি চ্যানেলের নির্বাহী প্রধানগণের সাথে এক প্রেস ব্রিফিং-এ দেশের সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি আখ্যায়িত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে ইতিহাস বিকৃতিমূলক বক্তব্য দেন।

রামগড়ে এক ইউপিডিএফ সদস্যসহ ২জন গ্রেফতার

॥ জাতীয় ডাক রিপোর্ট ॥

খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলার হাফছড়িতে সেনাবাহিনী অপারেশন চালিয়ে ইউপিডিএফ-এর এক সদস্যকে গ্রেফতার করেছে। তার নাম হলুসাথোয়াই মারমা ওরফে অমর মাষ্টার, বয়স : ৪৫। বাড়ি হাফছড়ি ইউনিয়নের শণখোলা পাড়া।

গত ১০ মে মঙ্গলবার মধ্যরাতে সিপ্পুকছড়ি জোনের একদল সেনা ছোট পিলাক গ্রামে অপারেশন চালিয়ে তার পিতা নিপ্রুজং মারমার বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করে। সেনারা তাকে ঘুম থেকে তুলে সিপ্পুকছড়ি জোনে নিয়ে যায়। এরপর তাকে গুইমারা থানায় হস্তান্তর করা হয়। এছাড়া ১১মে বুধবার সকাল সাড়ে ৬টার সময় মহালছড়ি উপজেলার সিপ্পুকছড়ি ইউনিয়নের ভেবলছড়ি বাগান পাড়ার চা দোকানদার উসাই মারমা (৩৫) পিতা: আগিং মারমা নামে একজন নিরীহ ব্যক্তিকেও সেনারা গ্রেফতার করে গুইমারা থানায় হস্তান্তর করে। পরে মিথ্যা মামলা দিয়ে তাদেরকে খাগড়াছড়ি জেল হাজতে পাঠানো হয়।

অন্য এক ঘটনায়, একই দিন রাত সাড়ে ১০টার দিকে লক্ষীছড়ি জোনের একদল সেনা হাফছড়ি ইউনিয়নের ওয়াকছড়িতে অপারেশন চালায়। তারা ওয়াকছড়িতে গিয়ে একটি চায়ের দোকান থেকে মংক্রু মারমা (২৬) ও চুইথোয়াই মারমার ছেলে খোয়াইক্রু মারমা (৩৫) নামে দু'ব্যক্তিকে আটক করে। অবশ্য পরে তাদের ছেড়ে দেয়া হয় জানা যায়।

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক প্রদীপন খীসা এক বিবৃতিতে বিনা কারণে হলসাথোয়াই মারমা ও উসাই মারমাকে গ্রেফতার ও ওয়াকছড়িতে সেনা অপারেশনের নামে নিরীহ গ্রামবাসীকে হয়রানির তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি অবিলম্বে ও বিনাশর্তে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির দাবি জানান।

লক্ষীছড়িতে বোরকা সন্ত্রাসীরা ২ ব্যক্তিকে অপহরণের পর মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিয়েছে

॥ লক্ষীছড়ি প্রতিনিধি॥

লক্ষীছড়িতে সেনা-সন্ত্র মদদপুষ্ট বোরকা পার্টির সন্ত্রাসীরা ২ ব্যক্তিকে অপহরণের পর মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিয়েছে বলে জানা গেছে। তারা হলেন ১নং লক্ষীছড়ি ইউনিয়নের যতীন্দ্র কার্বারী পাড়ার বাসিন্দা বিন্দু চাকমা (৪০) পিতা- ধন্য চাকমা ও অনল চাকমা (২২) পিতা- সুশীল কুমার চাকমা। তারা দু'জনই হোন্ডা চালক। গত ১৮ জুলাই সোমবার এঘটনা ঘটে। অপহরণের ১দিন পর ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে সন্ত্রাসীরা তাদেরকে ছেড়ে দেয়।

জানা যায়, সোমবার বেলা ২টার দিকে লক্ষীছড়ি বাজার থেকে বোরকা পার্টির সন্ত্রাসীরা তাদেরকে অপহরণ করে জুর্পাছড়ির দিকে নিয়ে যায়। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পাহাড়িদের ওপর বাঙালিজাতীয়তা চাপিয়ে দেয়ার প্রতিবাদে ১২ জুলাই ইউপিডিএফ-এর ডাকা মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশ নেয়ার কারণে তাদেরকে অপহরণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। বোরকা সন্ত্রাসীরা তাদের ওপর শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছে বলে অপহৃতরা অভিযোগ করেছেন।

এর আগে গত ১৪ ও ১৫ জুলাই সন্ত্রাসীরা একই গ্রামের অশোক কুমার চাকমা, বিত্তি চাকমা ও বাদী পাড়া গ্রামের সুবাস চাকমাকে অপহরণ করে। অবশ্য পরে সন্ত্রাসীরা তাদেরকে ছেড়ে দেয়।

সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে এ ধরনের অপকর্ম করার পরও প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম নেতা সুপ্রীম চাকমা গ্রেফতার, পরে জামিনে মুক্তি লাভ

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক সুপ্রীম চাকমাকে চট্টগ্রাম মহানগরীর বটতলী রেল স্টেশন এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। গত ১৬ জুলাই, শনিবার রাত সাড়ে ন'টার দিকে ইউপিডিএফ-এর পোস্টার লাগাতে গেলে সাদা পোষাকধারী গোয়েন্দা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারের পর তাকে র‍্যাবের হাতে সোপর্দ করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে র‍্যাব তাকে কোতোয়ালি থানায় হস্তান্তর করে। সেখান থেকে তাকে ৫৪ ধারায় আটক দেখিয়ে চট্টগ্রাম কারাগারে পাঠানো হয়। এরপর গত ১৯ জুলাই তিনি চট্টগ্রাম কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পান।

নাগরিক কমিটির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের

৬ষ্ঠ পাতার পর

ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সচেতন নাগরিকদের আরও বেশি সক্রিয় ও সোচ্চার হবার আহ্বান জানান এবং বলেন, জনসংহতি সমিতির মূলধারা এম.এন. লারমা গ্রুপের সাথে কোন সংঘাত হচ্ছে না। সন্ত্র লারমা গ্রুপই পাহাড়ি জনগণের ঐক্যের পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে রয়েছে। তাদেরকে ঐক্য প্রক্রিয়ায় সামিল করার জন্যই সবার সম্মিলিত উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

উল্লেখ্য, গত ১৭ জুলাই রাঙ্গামাটির আশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের মিলনায়তনে আয়োজিত এক মত বিনিময় সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি "ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ করে পার্বত্যচুক্তি বাস্তবায়ন, ভূমি জরিপ প্রতিরোধ এবং আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি আদায়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে" ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ) ও জনসংহতি সমিতির (সন্ত্র) প্রতি আহ্বান জানান।

সেমুতাঙের গ্যাস বাইরে পাচারের প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ

খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ির সেমুতাঙ গ্যাস ক্ষেত্র থেকে উত্তোলিত গ্যাস পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পাচারের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে পাহাড়ি সংগঠনগুলো খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে গত ২৭ জুন, সোমবার বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিলটি খাগড়াছড়ি জেলা সদরের মহাজন পাড়া থেকে বের হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার ঘুরে স্বনির্ভর বাজারে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক সুপ্রিম চাকমা, খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক সুবীর চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি অংগ্য মারমা, খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আপ্রু'সি মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রীনা দেওয়ান ও ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি উপজেলা ইউনিটের প্রতিনিধি চরণ সিং তঞ্চঙ্গ্যা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, সেমুতাঙের গ্যাস পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণেরই প্রাপ্য। কিন্তু সরকার পার্বত্যবাসীদের বঞ্চিত করে সেমুতাঙের গ্যাস পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পাচারের ষড়যন্ত্র করছে। এ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পার্বত্যবাসীদের রুখে দাঁড়াতে হবে।

বক্তারা আরো বলেন, পাবত্য চট্টগ্রামের তেল গ্যাস সহ খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনের প্রক্রিয়া চলছে। এজন্য দেশী বিদেশী চক্র তৎপর রয়েছে। সরকার শুধু সেমুতাঙের গ্যাস নয়, সারা পার্বত্য চট্টগ্রামের তেল-গ্যাস সহ খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিদেশী কোম্পানীর হাতে তুলে দেয়ার সুগভীর ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩য় পাতায় দেখুন

তিন পার্বত্য জেলায় মানববন্ধন

প্রথম পাতার পর

চাপিয়ে দেয়া বাঙালি জাতীয়তা মানি না, মানবো না, অবিলম্বে পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল কর"... ইত্যাদি দাবি সম্বলিত ব্যানার,প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন ও বিশেষ ব্যাজ পরিধান করা হয়।

মানববন্ধন চলা কালে খাগড়াছড়ি জেলা সদরের চেঙ্গীস্কোয়ার এলাকায় বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ-এর খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সংগঠক পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাবেক সভাপতি রিংকো চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কনিকা দেওয়ান, জিরো মাইল ও ফায়ার ব্রিগেড এলাকায় বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আপ্রু'সি মারমা এবং স্বনির্ভর এলাকায় বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি উপজেলা ইউনিটের সংগঠক কালোপ্রিয় চাকমা।

বক্তারা অবিলম্বে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল করে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সকল সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে নিজ জাতীয় পরিচিতির স্বীকৃতি প্রদান, পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিশেষ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করা, অবিলম্বে চাইল্যাতলী সড়কে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

ভিন্ন স্থানে বাধা ও গুলি : মানববন্ধন কর্মসূচী ভন্ডুল করে দেয়ার জন্য সেনাবাহিনী, পুলিশ, সন্ত্র গ্রুপ ও বোরখা পার্টির সদস্যরা বাধা দেয়। লক্ষীছড়ির বাদিপাড়ায় সেনা-সন্ত্র মদদপুষ্ট বোরখা পার্টির সদস্যরা গুলি চালালে কমপক্ষে ৩ ব্যক্তি গুরুতর আহত হন। তাদের মধ্যে শিমুল চাকমা নামে ১৭ বছরের এক যুবককে প্রথমে লক্ষীছড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তাকে চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রামে স্থানান্তর করা হয়। তার পেটে ও পায়ায় গুলি লাগে। তার বাড়ি ১ নং লক্ষীছড়ি ইউনিয়নের কলাছড়ি গ্রামে। পিতার নাম শশী কুমার চাকমা। আহত আর একজনের নাম হলো নিউটন বিকাশ চাকমা ওরফে সুজন, বয়স ২২। পিতার নাম কুলঙ্গ চাকমা। তার বাড়ি কান্দবপাড়া, বর্মাছড়ি। আহত অপর জনের নাম জানা যায়নি।

এছাড়া বোরখা পার্টির সদস্যরা লক্ষীছড়ি সদরের বান্দরকাবায় ভীতি প্রদর্শনের জন্য ৪ রাউন্ড ফায়ার করে। এতে কেউ হতাহত হয়নি। বোরখা সন্ত্রাসীরা মানববন্ধনের ২ - ৩ দিন আগে থেকে এলাকায় লোকজনকে মানববন্ধন কর্মসূচীতে যোগ না দেওয়ার জন্য হুমকি ধামকি দিয়ে আসছিল। সকাল থেকে তারা লক্ষীছড়ির মরাচেঙ্গে, বাদিপাড়া, শিলাছড়ি ও দেওয়ানপাড়ায় অস্ত্রশস্ত্র ও লাঠিসোটা নিয়ে অবস্থান নেয়। তাদের সহযোগিতার জন্য সেনা ও পুলিশও মোতায়েন করা হয়। তারা যৌথভাবে লোকজনকে মানববন্ধন কর্মসূচীতে অংশ নিতে বাধা দেয়। কিন্তু তাদের বাধা উপেক্ষা করে লক্ষীছড়ি-বর্মাছড়ি, লক্ষীছড়ি-মানিকছড়ি ও লক্ষীছড়ি-চাইল্যাতলী সড়কে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে রাঙ্গামাটির ঘাগড়ায় সন্ত্র গ্রুপের সদস্যরা সকাল সাড়ে দশটার দিকে ৩টি বোমা ফাটিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করে এবং লাঠিসোটা নিয়ে বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান নেয়।

বান্দরবানে প্রেস ক্লাবের সামনে ইউপিডিএফ-এর সদস্য-সমর্থকরা মানববন্ধন করতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। পরে ইউপিডিএফ কার্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে শতাধিক নারীপুরুষ মানব বন্ধন কর্মসূচী পালন করেন।

রাঙামাটির সুবলঙে জেএসএস সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র হামলায় ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় নেতা অনিমেষ চাকমাসহ ৪ জন নিহত

শহীদ অনিমেষ চাকমা

গত ২১ মে শনিবার সকাল সাড়ে ন'টার দিকে জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা রাঙামাটির বরকল উপজেলার সুবলং ইউনিয়নের মিদিঙাছড়ি গ্রামে হামলা চালিয়ে ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর কেন্দ্রীয় সদস্য অনিমেষ চাকমাসহ ৪ জনকে খুন করেছে। নিহত অপর তিন ইউপিডিএফ সদস্যরা হলেন পূর্ণ ভূষণ চাকমা(৪৫), শুক্রসেন চাকমা (৩৫) ও পুলক চাকমা (৩২)।

সকালে সন্তু গ্রুপের একদল সন্ত্রাসী অরুণ চাকমার বাড়িতে এসে ওই হামলা চালায়। এ সময় তারা সেখানে সকালের নাস্তা সেরে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য ৬ জুনের জাতিসত্তা বিষয়ক কনভেনশনসহ সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করছিলেন। সন্ত্রাসীরা তাদের লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার করলে তারা দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। কিন্তু সন্ত্রাসীরা উপুর্যপুরি তাদের লক্ষ্য করে মুহূর্মুহু গুলি চালায়। সন্ত্রাসীরা চলে যাওয়ার সময় অরুণ চাকমার বাড়িও পুড়িয়ে দেয়। ঘটনার পর লেকের পানি থেকে তাদের লাশ উদ্ধার করা হয়। তাদের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গুলির চিহ্ন পাওয়া যায়।

অনিমেষ চাকমা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাথে জড়িয়ে পড়েন। স্নাতকোত্তর উত্তীর্ণের পর তিনি ১৯৯৮ সালে ইউপিডিএফ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং পার্টিতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। আগামী ৬ জুন ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য সংখ্যালঘু জাতিসত্তা বিষয়ক কনভেনশন সফল করতে তিনি শ্রীমঙ্গল ও সিলেট সফর করেন।

ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব চাকমা উক্ত হামলাকে "গণহত্যা" আখ্যায়িত করে তার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তিনি অবিলম্বে খুনী সন্তু লারমাসহ তার লেলিয়ে দেয়া সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন।

তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে অশান্তির মূলে রয়েছেন সন্তু লারমা। তার লেলিয়ে দেয়া সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা একের পর এক খুন ও অপহরণের ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে, অথচ সরকার তাদের বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেয়নি। বরং সরকার সন্তু লারমাকে জামাই আদর দিয়ে আঞ্চলিক পরিষদের গদিতে বহাল তবিয়তে রেখেছে ও সন্ত্রাসীদের বিভিন্নভাবে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে।

সচিব চাকমা আরো বলেন, সন্তু লারমা বিগত জরুরী অবস্থার সময় ও গত দুই বছরে বিপুল সংখ্যক অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করেছে; এখন সে সব অস্ত্র দিয়ে সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় অবিরাম সন্ত্রাস চালাচ্ছে এবং ইউপিডিএফ ও রূপায়ন দেওয়ানের নেতৃত্বাধীন জেএসএস এর সদস্যদের নির্বিচারে খুন করছে। তিনি অবিলম্বে সন্তু লারমাকে আঞ্চলিক পরিষদ থেকে অপসারণেরও দাবি জানান।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দেয়ার প্রতিবাদে পিসিপি'র ছাত্র ধর্মঘট পালিত

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ডাকে খাগড়াছড়ি-রাঙামাটিতে সফলভাবে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়েছে। সংখ্যালঘু জাতিসমূহের ওপর বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দেয়ার প্রতিবাদে ও সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিলের দাবিতে গত ১৪ জুলাই পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ডাকে এ ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়।

খাগড়াছড়ি জেলা সদরের সরকারী কলেজ, সরকারী মহিলা কলেজ, টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজিয়েট উচ্চ বিদ্যালয়, টিটিসিসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়নি এবং নতুন কুড়ি ও ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এন্ড কলেজে কিছু সংখ্যক বাঙালি ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ে উপস্থিত হলেও পাহাড়ি ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত ছিল না। এছাড়া জেলার দিঘীনালা, মহালছড়ি, পানছড়ি, মাটিরাঙ্গা, মানিকছড়ি, রামগড় এবং লক্ষীছড়ি উপজেলার সকল স্কুল কলেজে সফলভাবে ধর্মঘট পালিত হয়েছে।

অন্যদিকে রাঙামাটি জেলার নান্যাচর, কাউখালী, জুরাছড়ি, বরকল, রাজস্থলী, বিলাইছড়ি, লংগদু, বাঘাইছড়ি ও রাঙামাটি সদরের কুদুকছড়ি ও মানিকছড়ি, বন্দুকভাঙ্গাসহ বিভিন্ন জায়গায় স্কুল-কলেজসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে উপস্থিত না হয়ে সফলভাবে ধর্মঘট পালন করেছে।

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি অংগ্য মারমা এক বিবৃতিতে উপস্থিত না হয়ে দাবির প্রতি একাত্মতা প্রকাশের মাধ্যমে ছাত্র ধর্মঘট সফল করায় ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষকবৃন্দের প্রতি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এবং দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত থাকতে ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল ও সংখ্যালঘু জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে চট্টগ্রামের বিশিষ্টজনের বিবৃতি

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল ও সংখ্যালঘু জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে চট্টগ্রামের ৯৪ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক, গবেষক, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, লেখক, অভিনেতা, নাট্যকর্মী, সাংবাদিক, প্রকৌশলী, ছাত্র ও ব্যবসায়ী একটি যৌথ বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিদাতাদের মধ্যে রয়েছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম, প্রফেসর ড. জিন বোধি ভিক্ষু, নৃ-বিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক সাদাফ নূর-এ ইসলাম, অধ্যাপক নরুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক মুহাম্মদ আলাউদ্দীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল গবেষক মোহাম্মদ এহসানুল কবির, শিক্ষিকা সঞ্জু মজুমদার, শুভ্রা চৌধুরী, লুৎফুন্নেছা বেগম, শিরিন আখতার হেনা ও মমতাজ শফী, ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় কমিটি চট্টগ্রাম শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যক্ষ মোহম্মদ হোসেন খান, বাংলাদেশ জাতীয় যুক্তি কাউন্সিলের নেতা এডভোকেট ভুলন লাল ভৌমিক ও এডভোকেট আমীর আব্বাস, চট্টগ্রাম আইনজীবী সমিতির সভাপতি মোঃ সালেহ উদ্দীন হায়দার সিদ্দিকী, এডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, এডভোকেট বিস্ময় দেব, মুক্তিযোদ্ধা শব্দ সৈনিক লেখক ও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সাবেক সভাপতি বেগম মুশতারী শফী, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও লেখক ফেরদৌস আরা আলিম, অভিনেতা দেবাংসু হোর, নাট্যকর্মী রিদোয়ান ফরহাদ, আবদুর রফিক, আর্ট ডিরেক্টর প্রসেনজিৎ বড়ুয়া, কবি ও সাংবাদিক মনিরুল ইসলাম, বাংলাদেশ লেখক শিবির চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি নুরুল ইসলাম হেলালী, গণসংহতি আন্দোলন চট্টগ্রাম শাখার সমন্বয়ক হাসান মারুফ রুমি, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক তিকি মজুমদার, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের নেতা এম, এম, পারভেজ লেনিন, সাংবাদিক হাফিজ রশীদ খান, আবু মুসা চৌধুরী, জাহেদুল আজাদ, আরিফ চৌধুরী ও সঞ্জয় দাশ, প্রকৌশলী দেলোয়ার মজুমদার, লেখক জামাল উদ্দীন, আহমদে জসিম, প্রদীপ খাস্তগীর ও ব্যবসায়ী শ্যামল দাশগুপ্ত অন্যতম।

বিব'তিতে তারা বলেন, গত ২৫ জুন ২০১১ জাতীয় সংসদে সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) বিল ২০১১ উত্থাপনের পর ৩০ জুন তড়িঘড়ি করে তা পাশ করা হয়েছে। এই বিলে বর্তমান সংবিধানের ৬ নং অনুচ্ছেদ প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করে বলা হয়েছে: "বাংলাদেশের জনগণ জাতি হসেবে বাঙালি এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।" আমরা এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিগুলোসহ সমতল অঞ্চলে বাঙালি ভিন্ন অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিসমূহের ওপর বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। বাংলাদেশ একটি বহু-জাতিক ও বহু-ভাষিক রাষ্ট্র। বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু নাগরিক হিসেবে সবাই বাংলাদেশী। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের ভিন্ন ভাষাভাষী সংখ্যালঘু জাতিগুলো নিজেদের কখনোই বাঙালি বলে পরিচয় দেবে না।

বিবৃতিতে তারা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে সংখ্যালঘু জাতিগুলোর পরিচিতি, অধিকার ও মুক্তিযুদ্ধে তাদের ভূমিকার স্বীকৃতি না দেয়া, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে বলবৎ রাখার মাধ্যমে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা ৬ষ্ঠ পাতায় দেখুন

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল ও সংখ্যালঘু জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটির বিশিষ্টজনের বিবৃতি

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল ও সংখ্যালঘু জাতিসমূহের সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি জেলার ৩,৪৫০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, হেডম্যান, কার্বারী, শিক্ষক, সমাজ কর্মী ও বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিবর্গ গত ২৪ জুলাই রবিবার একটি যৌথ বিবৃতি দিয়েছেন। এর মধ্যে খাগড়াছড়ি জেলা থেকে ২,০৯৯ জন এবং রাঙামাটি জেলা থেকে ১,৩৫১ জন ব্যক্তি বিব'তিতে স্বার করেন। বিবৃতিদাতাদের মধ্যে জনপ্রতিনিধি ২৩০ জন, হেডম্যান ৫১ জন, কার্বারী ২৬৯ জন ও শিক্ষক ২৩২ জন রয়েছেন।

খাগড়াছড়ি জেলা থেকে বিবৃতিদাতাদের মধ্যে রয়েছেন প্রবীণ শিক্ষাবিদ অনন্ত বিহারী খীসা, জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সভাপতি প্রভাকর চাকমা, খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ বোধিসত্ত্ব দেওয়ান, ঠিকাদার কল্যাণ সমিতির সভাপতি রবি শংকর তালুকদার, খাগড়াছড়ি উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান নিরাপদ তালুকদার, অবসরপ্রাপ্ত সাব রেজিষ্টার বীরেন্দ্র কিশোর রোয়াজা, খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সুধীন কুমার চাকমা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী দীপায়ন চাকমা, খাগড়াছড়ি জেলা কার্বারী এসোসিয়েশনের সভাপতি রণিক ত্রিপুরা, নুনছড়ি মৌজার হেডম্যান ক্ষেত্র মোহন রোয়াজা, মার্মা ঐক্য পরিষদের নেতা থিব্রাচাই মারমা, সমাজ কর্মী ধীমান খীসা, ২৬৫ নং বাঙ্গালকাটি মৌজার হেডম্যান নিবুল লাল রোয়াজা, ২৬৬ নং পেরাছড়া মৌজার হেডম্যান অনিল কুমার চাকমা, হিল স্টার ক্লাবের সভাপতি বিশ্বজিৎ দেওয়ান, পেরাছড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অজিত বরণ চাকমা ও সহকারী শিক বিম্বিসার খীসা, হেডম্যান গরেন্দ্র ত্রিপুরা, ২য় পাতায় দেখুন

সংখ্যালঘু জাতির ওপর বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দেয়ার প্রতিবাদে রাঙামাটি-খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত

সংখ্যালঘু জাতির ওপর বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দেয়ার প্রতিবাদে ও সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিলের দাবিতে গত ৩ জুলাই রবিবার খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটির বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে করেছে ইউপিডিএফ। মিছিল ও সমাবেশ থেকে অবিলম্বে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল করে সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে নিজ নিজ পরিচয়ে স্বীকৃতি দেয়ার দাবি জানানো হয়। খাগড়াছড়ির পানছড়িতে সেনাবাহিনী মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের ওপর অতর্কিত হামলা চালালে এতে কমপক্ষে সাত জন আহত হয়েছে।

"আমরা বাঙালি নই, আমাদের নিজস্ব জাতীয় পরিচিতির স্বীকৃতি দিতে হবে" এই শ্লোগানকে ধারণ করে খাগড়াছড়িতে বিকাল ৪টায় স্বনির্ভরস্থ ইউপিডিএফ-এর কার্যালয়ের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ'ন্ট (ইউপিডিএফ)-এর কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কণিকা দেওয়ান, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি আপ্র'সি মারমা প্রমুখ। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাবেক সভাপতি রিকো চাকমা সমাবেশ পরিচালনা করেন।

সচিব চাকমা তার বক্তব্যে বলেন, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বিল পাসের পর সরকার দেশের সংখ্যালঘু জাতিসমূহের জাতিগত পরিচয় মুছে দেয়ার চেষ্টা করছে। এ বিল পাসের ফলে সংখ্যালঘু জাতিগুলোর জাতি হিসেবে পরিচয় দেয়ার অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। কাজেই আমরা এ ধরনের চাপিয়ে দেয়া বাঙালি জাতীয়তা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। আমরা আমাদের নিজস্ব জাতিগত পরিচয়ের স্বীকৃতি চাই।

তিনি পার্বত্য তিন এমপির কড়া সমালোচনা করে বলেন, "তারা ব্যক্তিগত স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দিয়ে ওই কালো দলিলে স্বার করে ইতিহাসে চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত হয়ে থাকবেন। এ জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ তাদের ৫ম পাতায় দেখুন